৫৫ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

চালু হলো
আলিপুর বার্তার
নতুন নিউজ পোর্টাল
দেখুন ওয়েবসাইটে

কলকাতা ঃ ৫৫ বর্ষ, ৪১ সংখ্যা, ২১ শ্রাবণ – ২৭ শ্রাবণ, ১৪২৮ ঃ ৭ আগস্ট – ১৩ আগস্ট, ২০২১

Kolkata : 55 year : Vol No.: 55, Issue No. 41, 7 AUGUST - 13 AUGUST, 2021 ৪ পাতা, মূল্য ২ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : অতিবর্ষণে নাজেহাল বাংলা। উত্তর থেকে দক্ষিণবঙ্গের

সর্বত্রই একই ছবি। কোথাও ধস তো কোথাও প্লাবন। নদী উপচে জল থৈথৈ চাষের জমি, পানের বরজ, পুকুর, খালবিল। ইতিমধ্যেই এ দুর্যোগে প্রাণ গিয়েছে ১০ জনের। প্লাবিত রাস্তায় জনজীবন গতিহীন।

রবিবার : রাজ্যের রাস্তায় অতিরিক্ত পণ্য নিয়ে পরিবহন ও তা থেকে পুলিশের তোলাবাজির

উদাহরণ প্রতিদিনের ঘটনা। সরকারের কড়াকড়ি সত্ত্বেও সবই বানচাল হয়েছে বারবার। এবার ওভারলোডিং বন্ধে আরও কড়া পদক্ষেপ নিল রাজ্যের পরিবহন দফতর। জরিমানার অর্থ প্রথমবার ২০ হাজার টাকা। প্রতিটন অতিরিক্ত পণ্য পিছু ২ হাজার টাকা।

সোমবার : ব্যাটমিন্টন রাণী পিভি সিন্ধুর দক্ষতায় ফের পদক প্রাপ্তি ভারতের। পরপর দুটি অলিম্পিকে

পদক জয়ী সিন্ধু এখন ভারতের সেরা অলিম্পিয়ান। ভারতের নারী শক্তির হাত ধরে আরও একটি ব্রোঞ্জ পদক বাড়ল ভারতের ভান্ডারে।

মঙ্গলবার : করোনায় বন্ধ লোকাল ট্রেন। কিন্তু রুজি রোজগারের টানে যাত্রীর অভাব

নেই। তাই স্পেশাল ট্রেনে কোভিড বিধি শিকেয় তুলে বাদুড়ঝোলা ভিড়। তবু টনক নড়ছে না রাজ্য সরকারের। রেল স্পেশাল ট্রেনের সংখ্যা বাড়িয়েও ভিড় সামাল দিতে পারছে না। স্টেশনে স্টেশনে চলছে অবরোধ। এবার পাণ্ডুয়া ও মগরায়।

বুধবার : করোনার ভয়ে দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ রাজ্যের গ্রন্থাগারগুলি।

বেশিরভাগই পুরনো স্যাঁতস্যাতে বাড়িতে থাকা বইয়ের ভাণ্ডার ধ্বংস হতে বসেছে। রাজ্যে ভোট মিটিং মিছিলে ভিড়ে বাধা না থাকলেও খোলা যায় নি গ্রন্থাগার। তবু ভাল এতদিন পর সদয় হয়েছে সরকার। সপ্তাহে দুদিন করে খুলতে চলেছে গ্রন্থাগারগুলি।

বৃহস্পতিবার : কোভিড সংক্রমণের সংবাদ শিরোনামে উঠে

এসেছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা। এবার টিকার লাইনে বিশৃঙ্খলাতেও এই জেলা সবার আগে। সন্দেশখালির কালীনগরে টিকার লাইনে হুড়োহুড়ির জেরে পড়ে গিয়ে পদপৃষ্ঠ হল ১১ জন। লাইন নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ জেলাপ্রশাসন।

শুক্রবার : জোড়াপদকে উজ্জ্বল ২০২১ অলিম্পিকে ভারতের অভিযান। পুরুষ হকি দলের ব্রোঞ্জে শাপমোচন হল ৪১ বছর পর। কুস্তিগীর রবি দাহিয়ার রুপো ভারতের ক্রীড়া জগতে নিয়ে

এল উৎসাহের ছোঁয়া। প্রমাণ হল ফুটবল, ক্রিকেট নয় ভারতকে জোর দিতে হবে অন্যান্য খেলায়।

সবজান্তা খবরওয়ালা

সুষ্ঠ অভিন্ন নীতির অভাবে টিকা বিক্ষোভ বাড়ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি : কোভিড মোকাবিলায় রাজ্যে চলছে গণটিকাকরণ অভিযান। ব্লকে, পঞ্চায়েতে পুর ওয়ার্ডে কোঅর্ডিনেটর, প্রধান, বিডিও বা তাদের প্রতিনিধির তত্ত্বাবধানে চলছে টিকা প্রদান। অথচ যত দিন যাচ্ছে ততই বাড়ছে টিকা পাওয়া নিয়ে বিক্ষোভ। অভিযোগ একটাই বহুক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়েও মিলছে না ভ্যাকসিন, এমনকি কো-উইন অ্যাপে বুক করলেও টিকা পাওয়া নিশ্চিত নয়। সরকার পক্ষ দুষছে কেন্দ্রকে যথেষ্ট সংখ্যক টিকা বরাদ্দ না করার জন্য। আবার বিরোধীদের দাবি টিকা প্রদান চলছে প্রধান কোঅর্ডিনেটরদের ইচ্ছা মতো। তাঁরা যাদের কুপন দেবেন তারাই পাবে

টিকা। এক্ষেত্রে পছন্দের তালিকা থেকে বাদ পড়ছে বিরোধী দল করা লোকজন থেকে বিরাগভাজন ব্যক্তিরা। অথচ কেন্দ্র ও রাজ্য দুই সরকারেরই লক্ষ্য সকলের টিকাকরণ। তবু গত সপ্তাহে টিকা বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠল দুই পরগণার বিভিন্ন এলাকা। টিকাকরণ লাইনে ধ্বস্তাধস্তির জের ১১ জন পদপিষ্ঠ হলেন উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালির কালীনগরে। ট্রাক ভাঙচুর করে পথ অবরোধে সামিল হয় অশোকনগর-কল্যাণগড় পুরসভার ৮ নং মোড় এলাকার বাসিন্দারা। পুলিশকে লাঠি পর্যন্ত চালাতে হয়েছে। পুরপ্রশাসক জানিয়েছেন ডাকা হয়েছে দুশো জনকে, পোর্টালে কারা নাম নথিভুক্ত করেছে তার তথ্য তাঁর কাছে ছিল না। প্রশ্ন উঠেছে ডাকা হয়েছে কাদের? পুরপ্রশাসকের ইচ্ছামত না কোনো নীতি মেনে? অথচ স্বাস্থ্য দফতরের এক কর্তা বলেছেন যারা টিকাকরণ করছেন তাদেরই দায়িত্ব নিয়মিত পোর্টালে নজর রাখা। অর্থাৎ পুরপ্রশাসক ও স্বাস্থ্যদফতরের দুই ভিন্ন মতের বলি হল সাধারণ মানুষ। পাশাপাশি ভ্যাকসিন না পেয়ে বিক্ষোভ হল ভাঙড় ২ ব্লকের জিরানগাছা ব্লক হাসপাতালেও।

এরপর তিনের পাতায়

তৃণমূলের দলীয় অফিসে ভ্যাকসিনের ক্যাম্প

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভাঙড়ে তৃণমূলের দলীয় অফিসে ভ্যাকসিনের ক্যাম্পকে ঘিরে শুরু হলো বিতর্ক। এবার দলীয় অফিসের মধ্যেই চললো কোভিড ভ্যাকসিনের ক্যাম্প। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়-১ ব্লকের ভোজেরহাটের খড়ম্বা এলাকায় তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়েআয়োজিত এই ক্যাম্পকে কেন্দ্র করেই বিতর্ক শুরু হয়েছে। ক্যাম্পে তৃণমূল নেতাদের উপস্থিতিতেই এই কোভিডের ভ্যাকসিন দেওয়া হয়। প্রায় দেড়শো মানুষকে ভ্যাকসিন দেওয়ার পর বন্ধ করে দেওয়া হয় ক্যাম্প। কিন্তু দলীয় অফিসে কেন ভ্যাকসিন ক্যাম্প? তা নিয়ে সরব হয়েছে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিও। খড়ম্বা এলাকার আইসিডিএস কেন্দ্রে ব্লকের পক্ষ থেকে ভ্যাকসিন দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেই ক্যাম্প চালু হয় স্থানীয় তৃণমূল দলীয় অফিসে। সেখানে তৃণমূল নেতা অহেদালি শেখের তদারকিতেই ভ্যাকসিন ক্যাম্প চলে বলে অভিযোগ। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই ভ্যাকসিন নিয়ে রাজনীতি করার অভিযোগ তুলেছে বিজেপি। দক্ষিণ ২৪ পরগনা সাংগঠনিক জেলার বিজেপির সভাপতি সুনীপ দাস বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার সাধারণ মানুষের জন্য এই ভ্যাকসিন দিচ্ছেন। অথচ তৃণমূলের লোকজন ভ্যাকসিন নিয়ে রাজনীতি করছে। বেআইনী ভিড় জমিয়েছিলেন।তার উপর বৃষ্টিতে মানুষ বাইরে দাঁড়াতে পারছিল না। তাই তাঁদের সুবিধার জন্যই দলীয় অফিসেও ভ্যাকসিন

ভাবে দলীয় অফিসে ক্যাম্প করে শুধু তৃণমূলের কর্মীদেরই ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে।'তবে বিজেপির তোলা অভিযোগকে কার্যত গুরুত্ব দিতে নারাজতৃণমূল। জেলা সংখ্যালঘু সেলের কার্যকরী সভাপতি আহেদালি শেখ বলেন, 'আইসিডিএস সেন্টারের ছোট্ট ঘরে অনেক মানুষ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এর ফলে স্থানীয় বাসিন্দারাই উপকৃত হয়েছেন। বিজেপির বাজে কথার কোনও উত্তর দেব না।' স্থানীয় ব্লক প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, এই ধরনের কোনও ঘটনার খবর নেই। তবুও বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

জলাভূমি ভরাটের জেরে এলাকা জলমগ্ন

কুনাল মালিক : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ থানার অন্তর্গত উত্তর রায়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তৃর্ণ এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। প্রায় ৫০টি পরিবার চরম দুর্ভোগের মধ্যে পড়েছে। এলাকার বাসিন্দারা গত ৫ আগস্ট শ্যামপুরের কাছে বজবজ ট্রাঙ্ক রোড অবরোধ করে। অবরোধকারীদের অভিযোগ গত দু বছর ধরে শাসক তৃণমূলের নেতাদের মদতে জলাভূমি অবৈধভাবে সিএসসির ছাই দিয়ে ভরাট হচ্ছে রাতের অন্ধকারে। সম্প্রতি অতিবৃষ্টিতে জল নিষ্কাষন না হওয়ার কারণে এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। এক মহিলা অভিযোগ করেন তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি তথা সমিতির কর্মাধ্যক্ষ সোমনাথ দাস এই জলাভূমি ভরাটের মূল মদতদাতা। অবরোধকারীদের

দাবি ঘটনাস্থলে সোমনাথ দাসকে আসতে হবে। ঘটনাস্থলে মহেশতলা ও বজবজ থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী আসে। শেষে ডিএসপি ইন্ডাসট্রিয়াল নিরুপম ঘোষ এসে অবরোধকারীদের বুঝিয়ে অবরোধ তোলেন। অনেকে অভিযোগ করেন ১৯৭৮ সালের বন্যার সময়েও উত্তর রায়পুর অঞ্চলে জল জমেনি। এখন একটু বৃষ্টি হলেই এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ছে। অবশ্য সোমনাথ দাস তার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন, দীর্ঘদিন খাল সংস্কার না হওয়ার কারণেই জল জমছে। বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। ১০০ দিনের লেবার দিয়ে কিছু কিছু খাল নালা সংস্কার করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ডায়মন্ড হারবার বিজেপির সাংগঠনিক জেলার সহ সভাপতি সুফল ঘাঁটু বলেন অবৈধভাবে জমি ভরাটের কারণেই এলাকার মানুষ আজ জলবন্দী। খাল সংস্কারের ক্ষেত্রেও ব্যর্থ তৃণমূল সরকার। প্রশাসনের উচিত নিরপেক্ষভাবে ঘটনার অনুসন্ধান করে বিপদগ্রস্ত মানুষদের শান্তি ফিরিয়ে দেওয়া।

আর্সেনিক মুক্ত জল প্রকল্প সংস্কারের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ডোঙাড়িয়ায় অবস্থিত এশিয়ার বৃহত্তম আর্সেনিক মুক্ত পানীয় জলের প্রকল্পে রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের মন্ত্রী পুলক রায় গত ৩১ জুলাই

সরেজমিনে পরিদর্শন করলেন। দফতরের উর্দ্ধতন আধিকারিকদের সঙ্গে এক জরুরি বৈঠকও করেন। ওই বৈঠকে বজবজ-২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি বুচান ব্যানার্জী, ফলতা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জাহাঙ্গীর খান এবং জেলা পরিষদের সদস্য সেখ বাপী উপস্থিত ছিলেন।

এরপর তিনের পাতায়

তৃণমূলী গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে বাগদায় ভাঙন

কল্যাণ রায়চৌধুরী : উত্তর চব্বিশ পরগণার বনগাঁ মহকুমার অন্তর্গত বাগদায় তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এক প্রকার চরমে পৌঁছেছে। যা দলের উর্ধ্বতন পর্যায় থেকে হস্তক্ষেপ না করলে অদূর ভবিষ্যতে রীতিমত ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে, বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিমত। তারা জানান, সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে বাগদা আসনে তৃণমূলের ভরাডুবির পর এই গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব এমন স্তরে গিয়েছে যে, এক গোষ্ঠী অপর গোষ্ঠীকে রীতিমত সন্দেহের চোখে দেখছে। যার ফলশ্রুতিতে প্রশাসনিক কাজকর্ম ব্যাহত করার লক্ষ্যে বাগদা ব্লক অফিসে তালা ঝোলানো হয়। এমনকি ব্লক অফিস সংলগ্ন তৃণমূল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গোপা রায়ের বাড়িতে সম্প্রতি এক রাতে কয়েকটি বোমা মারা হয়। সিসিটিভির ফুটেজে কাউকে দেখা না গেলেও বোমার ধোঁয়া দেখা যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বাগদা থানার পুলিশও।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দলীয় গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কারণেই একটা গোষ্ঠী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গোপা রায়ের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবে বদ্ধপরিকর। অন্যদিকে অপর পক্ষ অর্থাৎ গোপা রায়ের গোষ্ঠীর পক্ষ তা ঠেকাতে তৎপর।

উল্লেখ্য, বাগদা পঞ্চায়েত সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা ২৭ জন। তার মধ্যে ২১ জন সদস্যই তৃণমূলের। এখানে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব মূলত তৃণমূলের দুই পক্ষের মধ্যে। তা হল, বাগদা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গোপা রায় বনাম বাগদা পূর্ব ব্লক তৃণমূল সভাপতি তথা বিধানসভা নির্বাচনে পরাজিত তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ও জেলা পরিষদ সদস্য পরিতোষ সাহা।

গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, বোমা বিস্ফোরণ, অনাস্থা ইত্যাদি প্রসঙ্গে গোপা রায় বলেন, 'সেদিন ওদের উদ্দেশ্যই ছিল আমাকে মেরে দেবার। শুধু সময়ের হেরফের হবার জন্যেই আমি প্রাণে বাঁচি। আমার শ্বশুরকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম। তাকে ডাক্তার দেখিয়ে ফিরেছি। আর যদি দশ-পনেরো মিনিট দেরি হতো, তাহলে মারা পড়তাম।' আপনাকে টার্গেট করার কারণ কি? এর উত্তরে গোপা রায় বলেন, 'আমি ন্যায়-নীতির পক্ষে। ছোটবেলা থেকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হই। তিনি যখন যুব কংগ্রেস করতেন, তখন আমার বয়েস প্রায় বারো বছর। তিনি তখন বাগদায় আসেন। আমি কংগ্রেস পরিবার থেকেই উঠে এসেছি। পরবর্তীতে দিদি তৃণমূল কংগ্রেস দল গঠন করার পর তার আদর্শকেই পাথেয় করে তৃণমূলে আসি। মনে প্রাণে দলটা করি। কোনও খাওয়ার লোভে বা কাটমানির লোভে নয়। তাতে যদি প্রাণ যায় যাক। অন্যায়ের প্রতিবাদ করবই। এই তো কিছু দিন আগের একটা ঘটনা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো বলেই দিয়েছেন, কোনও সরকারি জায়গা দখল নেওয়া যাবে না।

এরপর তিনের পাতায়

করোনার কবলে ঘোড়ার গাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি : কোভিড নাইন্টিন অতিমারির আবহে ভিক্টোরিয়া সংলগ্ন ময়দান চত্বরে পর্যটক না থাকায় ঘোড়ায় চড়ানো ও ঘোড়ার গাড়ির ব্যবসায় চরম মন্দা দেখা দিয়েছে। ঘোড়ার গাড়ির মালিকদের অভিযোগ ভোটের প্রচার থেকে শুরু করে সব রকমের অনুষ্ঠানে ঘোড়ার গাড়িকে ব্যবহার করা হলেও এই সংকট কালে কেউ তাদের পাশে নেই। কলকাতায় বেড়াতে আসা বহু দেশি-বিদেশি পর্যটকেরই অন্যতম আকর্ষণ ময়দানে ঘোড়ার গাড়িতে চড়া। এছাড়াও কলকাতা ও

আশেপাশের জেলায় বিভিন্ন রোড শো-তে ও বিবাহ বাড়িসহ নানান অনুষ্ঠানে এই ঘোড়ার গাড়ির যথেষ্ট চাহিদা। কিন্তু কোভিড নাইন্টিন পরিস্থিতির সময় পর্যটন না আসায় এই কাজের সঙ্গে যুক্ত প্রায় ১০ হাজার মানুষ চরম সংকটে দিন কাটাচ্ছেন। ঘোড়ার গাড়ির মালিকদের পাশাপাশি অপুষ্টির স্বীকার হচ্ছে ঘোড়াগুলি। এবং তাদের দেখভালও ঠিক মতো হচ্ছে না। দক্ষিণ কলকাতার হেস্টিংস মোড় চত্বরে দ্বিতীয় হুগলি সেতুর র‍্যাম্পের নীচে বসবাসকারী ঘোড়ার গাড়ির মালিকদের বক্তব্য, এই স্থানীয় অঞ্চলে ঘোড়া সব মিলিয়ে আছে ২৫০ টির বেশি। ২০২০ – র কোভিড কালে ব্যক্তিগত কিছু সাহায্য পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু এবার কোনও দিনই তেমন কিছু হয়নি। এর ওপর প্রায় ১০ হাজার লোকের রুটিরুজি চলে। আমরা কলকাতা পুরসংস্থাকে ট্যাক্স দিই। তাসত্ত্বেও, আবার লাইসেন্স নিয়ে ঝামেলা।

এরপর তিনের পাতায়

কর্মহীনতায় অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি, সংকটে মানবসমাজ

দেবাশিস রায় ঃ করোনা কেড়েছে মানুষের মুখের গ্রাস। একটানা দীর্ঘ দিন লকডাউনের কারণে বন্ধ হয়ে গেছে অসংখ্য কল-কারখানা, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান। গণপরিবহন ব্যবস্থাও কার্যত মুখ থুবড়ে পড়েছে। স্বাভাবিকভাবেই কাজ হারিয়েছেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। কিন্তু, তাই বলে তো আর খিদে বাগ মানে না খিদের জ্বালা যে বড়োই যন্ত্রণাদায়ক। ফলে পেটের দায়ে কর্মহীন অসংখ্য মানুষকে বেছে নিতে হয়েছে বিকল্প কোনও পেশা। কেউ জিনিসপত্র ফেরি করছেন, কেউ ফুটপাথে বসে আলু-পটল-সবজি বিক্রি করছেন, কেউ কেউ একান্ত বাধ্য হয়েই অনভ্যস্ত হাতে বেছে নিয়েছেন মাঠেঘাটে দিনমজুরের কাজ। এসবের পাশাপাশি একশ্রেণির মানুষ বাঁচার তাগিদে নানাবিধ অপরাধমূলক কাজকর্মে হাত পাকাতে শুরু করেছে। যা কিনা মানবসমাজের পক্ষে এক অশনিসংকেত। রাজ্য রাজধানীর পাশাপাশি জেলা সদর শহর সহ গ্রামবাংলার প্রত্যন্ত অনেক এলাকায় নানাবিধ অপরাধমূলক কাজকর্ম ক্রমশই বেড়ে চলেছে বলে একাধিক সূত্রে জানা গেছে। এককথায় অবিলম্বে এই অপরাধ প্রবণতা যদি রোধ করা না যায় তাহলে অদূর ভবিষ্যতে বৃহত্তর মানবসমাজ ঘোর সংকটের মুখে পড়বে বলে বিভিন্ন মহল আশংকা প্রকাশ করেছে। করোনার সেকেন্ড ওয়েভ চলাকালীন এবং থার্ড ওয়েভের আসার মুখে রাজ্যের বর্তমান সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে যখন প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিদের

দৌড়ঝাঁপ অব্যাহত, ঠিক তখনই উঠে আসছে এমনকিছু অপরাধমূলক কাজকর্মের খবর যা কিনা বর্তমানে অত্যাধুনিক ও যন্ত্রনির্ভর সমাজ ব্যবস্থাকে ভাবিয়ে তোলার ক্ষেত্রে যথেষ্ট। এসবের একটা বড়ো অংশ জুড়েই রয়েছে ইন্টারনেট নির্ভর প্রতারণা চক্রের ফাঁদ। এইসব চক্রের মাধ্যমে প্রতারকরা নানাভাবে প্রলোভন দেখিয়ে কিংবা ফাঁদে ফেলে সাধারণ মানুষকে বোকা বানিয়ে তাঁদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা নিমেষে হাতিয়ে নিচ্ছে। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন জায়গায় ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, এটিএম সহ ঝাঁ চকচকে অভিজাত অলংকারের দোকানের আশেপাশে কেপমাররা ওঁৎ পেতে থেকে মানুষের টাকাকড়ি, গয়নাগাটি প্রভৃতি বাগিয়ে নিয়ে চোখের পলকে চম্পট দিচ্ছে। এরই পাশাপাশি চুরি, ছিনতাই, ডাকাতির ঘটনা তো ঘটছেই। করোনাকালে যত দিন কাটছে ততই যেন এধরনের অপরাধ প্রবণতা বেড়েই চলেছে। এই প্রবণতা বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে বিভিন্ন সূত্রে উঠে আসছে অসংখ্য মানুষের আকস্মিক কর্মহীনতা এবং অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যদ্রব্য, জীবনদায়ী ওষুধ সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের উত্তরোত্তর মূল্যবৃদ্ধি। বর্তমানে সামগ্রিকভাবে আর্থিক পরিস্থিতি এমন জায়গায় গিয়ে ঠেকেছে যে একজন অতি সাধারণ স্বল্প আয়ের মানুষের পক্ষে সংসার চালানো এককথায় কঠিন। যদিও সরকারি গণবন্টন ব্যবস্থায় পরিবার পিছু কিছু কিছু চাল, আটা প্রভৃতি দেওয়া হলেও একটা সংসার চালাতে আনুসঙ্গিক খরচের টাকা জোগার করাটাই এখন বেশিরভাগ মানুষের কাছেই কঠিন চ্যালেঞ্জ। ইন্টারনেট সুবিধাযুক্ত ও অ্যান্ড্রয়েড স্মার্টফোন নির্ভরতায় বর্তমান মানবসমাজ হয়তো জেট গতিতে ছুটছে। তবে, উল্টোদিকে এই গতির মাঝেই একশ্রেণির মানুষ ভুলভ্রান্তির শিকার হয়ে চলেছে। কিছু মানুষ চরমতম আর্থিক পরিস্থিতির দাস হয়ে বিপথে গিয়ে অসংখ্য মানুষের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে অপরাধ জগতে হাত পাকাচ্ছে। তারা অনেক সময় মানুষকে বিপদের মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে। রাজ্যজুড়ে প্রতিনিয়ত এমনতর অপ্রীতিকর পরিস্থিতির খবরে বিভিন্ন মহল যথেষ্টই উদ্বেগ প্রকাশ করছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিভিন্ন মহলের অভিমত, শুধুমাত্র রেশনিং সিস্টেমে আটকে থাকলেই হবে না। এখন কর্মহীন মানুষের হাতে পর্যাপ্ত কাজ নেই। ফলে চরম আর্থিক সংকটের মধ্যে রয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষ। সর্বাগ্রে প্রতিটি সাধারণ মানুষের যথাযথ ও সুনিশ্চিত কর্মসংস্থানের জন্য সরকারকে বিভিন্ন উপায়ে ইতিবাচক পদক্ষেপ করতে হবে। অবিলম্বে এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্য থেকে বেরিয়ে আসতে না পারলে অদূর ভবিষ্যতে সমাজব্যবস্থা ভয়ংকর সংকটের মুখে পড়বে।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৫ বর্ষ, ৪১ সংখ্যা, ৭ আগস্ট – ১৩ আগস্ট, ২০২১

‘বিপ্লবতীর্থ’ আজও হলো না

কথা ছিল বিপ্লবের মাটি এই বাংলায় মুক্তি আন্দোলনের শহিদ বিপ্লবীদের স্মরণে প্রেসিডেন্সি ও আলিপুর জেল প্রাঙ্গণে গড়ে উঠবে ‘বিপ্লবতীর্থ’। ইতিপূর্বে রাজারহাট অঞ্চলে নজরুল তীর্থ ও রবীন্দ্রতীর্থ গড়ে উঠেছে।

স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলার বিপ্লবী তরুণদের ভূমিকা নানা রাজনৈতিক দলের ঐতিহাসিকেরা কম বেশি স্বীকার করেছেন। সারা ভারতের সঙ্গে বাংলায় বিপ্লবীরা যে অসীম সাহসিকতা ও দেশপ্রেমের প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন তা বিশ্বের ইতিহাসে নজিরবিহীন। প্রায় ২০০ বছরের পরাধীনতার অন্ধকার দূর করতে তাঁদের আত্মত্যাগ দেশবাসীর কাছে তুলে ধরবার সার্থক প্রয়াস গত ৭০ দশক ধরে তেমনভাবে করা হয়নি। দেশভাগের যন্ত্রণায় বহু শহিদ পরিবারও মাতৃভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। আজ সূর্য সেন, তারকেশ্বর ঘোষ দস্তিদার, জালালাবাদের যুদ্ধ শুধুমাত্র ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বন্দি হয়ে রয়েছে। কারণ সে বিপ্লবের চট্টগ্রাম আজ বিদেশ হয়ে গেছে। খন্ডিত বাংলায় আলিপুর জেল ও প্রেসিডেন্সি জেলের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। এই জেলগুলিতেই ব্রিটিশ আমলে বন্দী ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, সুভাষ চন্দ্র বসু, কাজী নজরুল ইসলাম এমন কি কিছুদিনের জন্য জওহরলাল নেহেরুও। বহু বিপ্লবী তরুণকে, আজাদী যোদ্ধাদের এই জেলে নির্মম অত্যাচার ও ফাঁসির দড়িতে লটকে দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তী কালে তাঁদের স্মৃতিরক্ষার্থে সার্বিক প্রয়াস দেখা যায়নি। দেশের তরুণ প্রজন্মের কাছে ‘মুক্তির মন্দির সোপান তলে’ যে কত প্রাণ বলিদান ঘটেছিল তার বাস্তব স্থানগুলিকে তুলে ধরার চেষ্টা হয়নি। দেশের বিপথগামী তরুণরা জানতেও পারেনি দেশের জন্য তাদের পূর্ব প্রজন্মের তরুণদের আত্মত্যাগ। দেশের এই স্বাধীনতার মূল্য বোঝাতে প্রয়োজন ছিল তাদের কাছে শিকড়ের সন্ধান পৌঁছে দেওয়া। দেশভাগের পর যারা বিভিন্ন সময়ে ক্ষমতায় গেছেন তারা উদাসীন থেকেছেন দেশপ্রেমের মশাল যারা জ্বালিয়ে ছিলেন তাদেরকে স্মরণ করার প্রয়োজনীয়তা।

বিপ্লবীদের ফাঁসির মঞ্চ, কারা কক্ষগুলি এবং কোনও কোনও কারাকক্ষে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মর্মর মূর্তি স্থাপিত হলেও জনগণের প্রবেশ নিষেধ। বিশেষ কয়েকটি দিনে নির্বাচিত কিছু মানুষকে প্রবেশের অধিকার দিলেও তা সার্বিক নয়। আলিপুর জেলে কোনও বন্দী নেই এবং প্রেসিডেন্সি জেলে হাতে গোনা কয়েকজন আছেন। অধিকাংশ জেল বন্দীকেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরের নব নির্মিত সংশোধনাগারে। স্বাধীনতা সংগ্রামের অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী এই চত্বরটিকে বিপ্লবতীর্থ হিসাবে গড়ে তুললে শুধু ইতিহাসের দিক থেকে নয় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যটনের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত খুলে যাবে। আন্দামানের সেলুলার জেলে আজও দেশ বিদেশের বহু পর্যটক ঐতিহাসিক গবেষক পৌঁছে যান ইতিহাসের শিকড়কে স্পর্শ করতে। তিনটি ভাষায় সেখানে লাইট অ্যান্ড সাউন্ডের মাধ্যমে তুলে ধরা হয় মুক্তিপথের যাত্রীদের তীব্র স্বদেশ চেতনা ও ব্রিটিশ অত্যাচারের কাহিনী। পশ্চিমবাংলার নানা প্রান্তে আজও ছড়িয়ে আছে বিপ্লবী আন্দোলনের নানা স্মৃতি। সেই জায়গাগুলিকে সঠিক ভাবে চিহ্নিত করে যদি এই ‘বিপ্লবতীর্থ’ পর্যটনের অঙ্গীভূত করা হয় তাহলে আগামী দিনে রাজ্য সরকার আর্থিক দিক দিয়ে ও কর্মসংস্থানের ব্যাপারেই লাভবান হবে। শুধুমাত্র বিশেষ কয়েকটি দিনে নেতা মন্ত্রীদের শহিদ স্মৃতি তর্পণের অনুষ্ঠান কিংবা সংবাদপত্রের পাতা জোড়া বিজ্ঞাপন দেশের মুক্তি সাধকদের চেনানোর পক্ষে যথেষ্ট নয়।

শ্রীঈশোপনিষদ

মন্ত্র তেরো

অন্যদেবাহুঃ সম্ভবাদন্যদাহুরসম্ভবাৎ।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্‌বিচচক্ষিরে।।১৩।।

অনুবাদ

বলা হয় যে, সর্বকারণের পরম কারণের উপাসনা দ্বারা এক ফল লাভ হয় এবং যিনি পরমেশ্বর নন, তার উপাসনা দ্বারা ভিন্ন ফল লাভ হয়। যে সমস্ত ধীর ব্যক্তি সুস্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, তাঁদের কাছ থেকে এই বিষয়ে শুনা যায়।

তাৎপর্য

দেবকীর পুত্র। যদিও শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত সবিশেষবাদী ছিলেন না, তবুও তিনি দেবকী ও বসুদেবের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের শৈশবলীলা এবং নারায়ণের সঙ্গে তাঁর অভিন্নতা স্বীকার ও প্রমাণ করেছেন। অথর্ব বেদে আরও বলা হয়েছে– ‘‘সর্বপ্রথমে একমাত্র নারায়ণই বর্তমান ছিলেন– ব্রহ্মা, শিব, অগ্নি, জল, নক্ষত্র, সূর্য বা চন্দ্র কিছুই তখন ছিল না। ভগবান কখনই একা থাকেন না, কিন্তু স্বেচ্ছায় সৃষ্টি করেন।’’ মোক্ষধর্মে বলা হয়েছে– ‘‘আমি প্রজাপতি এবং রুদ্রগণকে সৃষ্টি করেছি। কিন্তু তাঁরা আমার মায়াশক্তির দ্বারা প্রভাবান্বিত বলেই আমার স্বরূপ সম্পর্কে সম্যক অবগত নন।’’ বরাহ পুরাণে বলা হয়েছে– ‘নারায়ণই পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর থেকেই চতুর্মুখ ব্রহ্মা ও রুদ্র প্রকাশিত হন,– যাঁরা পরবর্তী কালে সর্বজ্ঞ হয়ে ওঠেন।’’

এভাবেই সমগ্র বৈদিক শাস্ত্রে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, নারায়ণ বা শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সকল কারণেই কারণ। ব্রহ্মসংহিতায়ও বলা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ, গোবিন্দ, যিনি সমস্ত জীবের আনন্দ প্রদানকারী এবং সর্বকারণের আদি কারণ। ব্রহ্মসংহিতায়ও বলা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ, গোবিন্দ, যিনি

ফেসবুক বার্তা

পশ্চিমবঙ্গের ৮৩ বছর বয়সের অবসরপ্রাপ্ত হেড মাস্টার। প্রায় ২৩ বছর ধরে ইনি নিজের হাতে একটি ব্রীজ পরিষ্কার করেন। জন্ম থেকেই ইনি এই ব্রীজে যাওয়া-আসা করতেন। এখন প্রতিদিন প্রায় ৪ ঘণ্টা ধরে ব্রীজ ও রেলিংগুলো পরিষ্কার করেন

স্যালুট স্যার আপনাকে

শেয়ারে লগ্নি হোক মেপে, অর্থ আসবে ঝেঁপে

পার্থসারথি গুহ : সবকিছু ঠিকঠাক চললে আগামী ২০২১–২০২২অর্থবর্ষের মধ্যে ভারতের শেয়ার বাজার পৌঁছে যেতে পারে তার সাম্প্রতিক কালের সর্বোচ্চতম অবস্থানে। হতে পারে এই উত্থানের রেশ আরও দীর্ঘায়িত হল। এক্ষেত্রে এশিয়ার অন্যতম দেশ জাপান আমাদের সামনে বড় উদাহরণ। উল্লেখ্য, উদিত সূর্যের দেশ জাপানে শেয়ার বাজারের উন্নয়ন পর্ব অব্যাহত ছিল এক যুগ ছাপিয়ে প্রায় ২০ বছরের মতো। রাকেশ ঝুনঝুনওয়ালার মতো বিশিষ্ট শেয়ার বিশেষদরা ভারতীয় নিফটির সর্বোচ্চ গ্রাফ বেঁধে দিয়েছেন ৩০ হাজারের অবস্থানে। সঙ্গতভাবেই সেনসেক্স হয়ে উঠবে একলাখি।

এর পাশাপাশি নিচের জায়গাটাও খুব পরিস্কার। ৭ হাজার–এর কাছেই ভারতীয় নিফটি বটমআউট করেছে বলে মনে করছে একদল বিশেষজ্ঞ। এর সঙ্গে বিশ্বের সার্বিক পরিস্থিতি ভালো থাকলে এই উন্নয়নের ধারা চালু থাকবে। যদি মাঝখানে অবশ্য কোনও বড়সড়ো খারাপ ঘটনা অর্থ বাজারের পক্ষে নেতিবাচক বার্তা নিয়ে আসে তবেই বাজার ফের নিচের দিকে ধাবিত হতে পারে। সেই সম্ভাবনা আপাতত সব দিক থেকে অনেক কম। বিশেষ করে ভারতের অর্থনীতি যে প্রবাহে এগোচ্ছে তাতে এর থমকে যাওয়ার সম্ভাবনা আপাত দৃষ্টিতে কম।

এই মুহূর্তে ভারতীয় শেয়ার মার্কেট ঘুরে দাঁড়ানোর দৌড়ে সামিল হয়েছে। সেই হিসেবে ভারতীয় বাজারের উত্থানের শুরুটা হয়েছিল গত ৭–৮ বছর আগে থেকেই। যখন ভারতের নিফটি ৫২০০–র কাছাকাছি ছিল তখন সেই যাত্রা সম্ভবত শুরু হয়। তারপর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে। নিফটিও এই তিন–চার বছরের মধ্যে প্রায় ৫৫০০ হাজার পয়েন্ট বেড়ে ১২ হাজার ছুঁয়ে ফেলেছিল প্রায়। মাঝে খানিকটা শ্লথ হয়ে যায় তার চলাফেরা।

বাজার জুড়ে প্রাবল্য বজায় থাকছে কিনে খেলিয়েদের। আর জামানত জব্দ হচ্ছে বেয়ার বাবুজীদের। ভাবখানা এমন, আগে বেচে খেলে অনেক সন্ত্রাস ছড়িয়েছে।

এখন মানে মানে কেটে পড়। তা এই পটভূমিকায় বেচে খেললে তো চুনা লেগে যাবেই। আবার ধরুন হাতের শেয়ার বেচে দিলেন ২৪ টাকায়। দুদিন পড়ে দেখবেন সেই শেয়ার কোনও ভালো খবরের ভিত্তিতে ৫০ শতাংশ থেকে ৬০ শতাংশ বেড়ে গিয়েছে। এক্ষেত্রে সত্যি কপালকে দোষ দেওয়া ছাড়া গতি থাকে না। সেজন্যই মনে হয় শেয়ার বাজারকে অনেকে লেডি লাকের সঙ্গে তুলনা টেনে থাকেন। ভাগ্য না থাকলে এখানে সেভাবে উপার্জন করা কষ্টকর। তবে এই যুক্তি সব জায়গায় প্রযোজ্য নয়। বরং ভাগ্যের ওপর ছেড়ে না দিয়ে যদি অর্থ বাজার নিয়ে সঠিক পড়াশুনা ও অধ্যয়ন করে কাজ করা যায় তবে নিশ্চিতভাবে তাতে সাফল্য আসবে। আর যেটা সবার আগে প্রয়োজন সেটা হল ধৈর্য্য ধরা। যার ফলে সহজেই উদ্ধার হওয়া যায় যাবতীয় সঙ্কটজনক জায়গা থেকে। বিশেষ করে যাঁরা শেয়ার কেনার পর দাম বাড়ছে না বলে আপশোস করেন তাঁদের জন্য এটাই থিম হওয়া উচিত, সবুর কা ফল মিঠা হোতা হ্যায়।

লোভনীয় ও আকর্ষক দামে চলে আসা ফার্মা কাউন্টারের শেয়ার থেকে আপনার বা আমার মুখ ফিরিয়ে থাকতে আদৌ ভালো লাগছে? আর যদি সত্যি নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করে মনে হয় আপনার কিনতে ইচ্ছে করছে তাহলে কোনওদিকে না তাকিয়ে অপরিহার্য শেয়ারগুলি কিনে ফেলা উচিত। কারণ এমন দামে শেয়ার আর নাও পাওয়া যেতে পারে। প্রশ্ন হচ্ছে এখনই কী নিচের দামে চলে আসা ভালো কোম্পানির শেয়ার কিনে ফেলা উচিত? এক্ষেত্রে উত্তর হল এখন যদি আপনার ২০০ টি শেয়ার কেনার অবস্থা থেকে তো এই জায়গায় অন্তত ১০০ টা কিনে ফেলতেই পারেন। তাহলে বাকিটা কবে কিনবেন? সেটারও উত্তর হাতের সামনে রয়েছে। টার্গেটে থাকা বাকি কাউন্টার কিনুন একটা কারেকশন সংঘটিত হওয়ার পর।

শেয়ার বাজারে কাজ করতে হলে অবশ্য লোকের কথায় প্ররোচিত হয়ে বা হুজুগে নেচে কেনাকাটা করলে চলবে না মোটেই। শেয়ার বাজারের প্রতিটা লগ্নির ক্ষেত্রে থাকতে হবে একটা যুক্তিযুক্ত কারণ। অবশ্য সংশ্লিষ্ট শেয়ারের খোলনলচে ভালো করে দেখে তবেই কেনায় যেতে হবে। সেই দেখার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য দুটি দিক হল টেকনিক্যালস এবং ফান্ডামেন্টাল। টেকনিক্যালস হল শেয়ারটির দাম কবে কোন জায়গায় ছিল তা দেখে নিতে হয়। শুধু দেখাই নয় অবশ্য। এরসঙ্গে শেয়ারটির ২০ থেকে ৫০ দিনের গড়পরতা দাম বা চার্ট দেখে তবেই কেনা বা বেচার সিদ্ধান্তে যাওয়া উচিত। এর পাশাপাশি ফান্ডামেন্টাল খোঁজ–তল্লাশিতে কোম্পানির মালিকানা, কাদের সঙ্গে ব্যবসা করছে, অর্ডারপত্তর ঠিকঠাক আছে কিনা এগুলো ছানবিন করে নিতে হয়।

জুট মিল শ্রমিকের ছেলে চমক দিচ্ছে আঁকায়

মলয় সুর : বাবা অসিত আদক অ্যাঙ্গাস জুট মিলের কর্মী। মা পম্পা আদক গৃহবধূ। তারই মাঝে স্বপ্ন দেখে যায় অনুপম আদক। বাড়ি ভদ্রেশ্বর কাঁটাডাঙা সত্যজিৎ রায় সরণীতে। যার ছবি আঁকা দেখে সাড়া পড়ে গিয়েছে হুগলির পার্শ্ববর্তী শহরে স্কুল মহলেও বিভিন্ন ক্লাবের বিচারে প্রথম স্থান হওয়ার মর্যাদা আছে। ভদ্রেশ্বর রবীন্দ্র স্মৃতি বিদ্যানিকেতন হাই স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ে। স্কুলের শিক্ষকরা তাঁর অল্প বয়সে এই শিল্প প্রতিভায় মুগ্ধ হয়েছেন। শুধু স্কুল নয়, কাছে–দূরের বিভিন্ন ক্লাব, রোটারি ক্লাব, চুঁচুড়া নাইন স্টার ক্লাব, ভদ্রেশ্বর ও চাঁপদানি পুরসভা, চন্দননগর বইমেলা, সারা বাংলা অঙ্কন প্রতিযোগিতা। যেখানেই অংশ নেয় সে, প্রায় প্রতিবার জয়ী হয়ে ‘সেরা’র শিরোপা অর্জন করে। স্মারক হিসাবে নানা মেডেল ট্রফি। এছাড়া কাঁচের প্লেট, রঙের বাক্স, টিফিন বক্স। ইতিমধ্যে ৫০টি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রথম স্থান ছিনিয়ে এনেছে।

রাজীব গান্ধী যোজনা প্রকল্পের দিন কামরার ঘর নতুন হয়েছে। ঘরেতে ছোট্ট অ্যাকোরিয়ামে রঙিন মাছের সন্তরণ। তারই মাঝে বসে স্বপ্ন বোনে অনুপম। তাঁর ছোট্ট বয়সেই স্বপ্নের লাল–নীল হলুদ রঙের রামধনু হয়ে ঝরে পড়ে সাদা কাগজে।

তাঁর আঁকা ছবিতে। ওর মা পম্পার মধ্যেও একটা শিল্পী সত্তা ছিল। খুব সুন্দর হাতের কাজ। তাঁর কাছেই অনুপমের প্রথম আঁকার হাতে খড়ি। অন্যদিকে সে সময় পেলেই রবি ঠাকুরের আবৃত্তি করে। অনুপম বলে, যখন শোনে প্রথম হয়েছি। মা খুব খুশি হয়। এমনকি ঠাকুমা মালতি দেবী, তিনিও নাতির প্রশংসায় গর্বিত। স্মার্ট ফোনে সেই ছবি তুলে সবাইকে দেখাতে পারি। কিছুদিন আগে শ্যাম স্টিল কোম্পানীর অঙ্কন প্রতিযোগিতায় সেরা হয়। এখন একটাই প্রশ্ন গুরু সান্নিধ্য পাওয়া একজন ভাল গুরু প্রয়োজন। যিনি পথ দেখাবেন। পৌঁছে দেবেন উচ্চ শিখরে। ‘স্বপ্ন স্বপ্ন দেখে মন’।

অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বিশেষ অভিযান চালিয়ে জাল নোটসহ এক কিশোরকে গ্রেফতার করেছে কালিয়াচক থানার পুলিশ। ঘটনার বিষয়ে জানা গিয়েছে কিশোরের কাছ থেকে লক্ষাধিক টাকার জাল নোট উদ্ধার করা হয়েছে। বেশ কিছুদিন ধরে পুলিশের কাছে

খবর আসছিল কালিয়াচকের এক কিশোর জাল নোট এর কারবার করছে। পুলিশ তদন্তে জানতে পেরেছে কিশোর সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র যথেষ্ট মেধাবী ছাত্র সে। প্রতি বছর পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেন এই অসাধু কারবার এর সাথে জড়িত এই বিষয়ে পুলিশ তদন্তে নেমেছে। এই জালনোটের কারবার এর পিছনে আরও কেউ জড়িত আছে কিনা সে বিষয়ে পুলিশ তদন্ত করছে।

ড্রোনের মাধ্যমে নজরদারি

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়ি শহরে যানজট সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য ড্রোনের মাধ্যমে নজরদারি চালানো হবে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট এর পক্ষ থেকে

বলা হয়েছে। শহরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা গুলির উপর ড্রোন দিয়ে নজরদারি চালানো হবে। ইতিমধ্যেই এই ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দাওয়া হচ্ছে। কন্ট্রোল রুম খুলে গোটা শহরের বিভিন্ন এলাকায় নজরদারি চালানো হবে, যানজটসহ অন্য কোন সমস্যা হলেই দ্রুত সেই জায়গায় পৌঁছে সমস্যার সমাধান করা হবে। এর আগে শিলিগুড়ি শহরে ড্রোনের মারফত নজরদারি চালানো হয়নি। শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট পক্ষ থেকে বলা হয়েছে শহরবাসীর নিরাপত্তার খাতিরে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

চালু হল রেল পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটলো। ৫৬ বছর পর আবার চালু হলো হলদিবাড়ি বাংলাদেশের চিলাহাটি এর মধ্যে রেল পরিষেবা। ১ আগস্ট বিকাল ৪ টা নাগাদ হলদিবাড়ি থেকে ৪০টি ওয়াগন বাংলাদেশের চিলাহাটির উদ্দেশ্যে রওনা হয়। এক ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী থাকলো দুই বাংলার মানুষ। সকালে ডুয়ার্সের ডামডিম স্টেশন থেকে ৫৯টি ওয়াগন শিলিগুড়ির এনজিপি হয়ে জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশন এর পথ ধরে দুপুর নাগাদ হলদিবাড়িতে পৌঁছায়। এরপর সমস্ত কাগজপত্র ঠিক ঠাক করে চল্লিশটি ওয়াগন নিয়ে বাংলাদেশের চিলাহাটি উদ্দেশ্যে রওনা হয়। এইরকম ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী থাকলেও দুই দেশের হাজার হাজার মানুষ, সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে খুব দ্রুত চালু হবে হলদিবাড়ি ও বাংলাদেশের চিলাহাটির মধ্যে যাত্রীবাহী ট্রেন।

বাঁশঝাড় থেকে পাইথন উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি: দিন দিন লোকালয়ে বাড়ছে অজগরের সন্ধান। বৃহস্পতিবার ফের লোকালয় থেকে উদ্ধার হলো একটি বার্মিজ পাইথন। বৃহস্পতিবার ময়নাগুড়ির জলঢাকা নদী তীরবর্তী ভাঙারহাট নেল্লা পাড়া এলাকায় প্রায় ৯ ফুট দৈর্ঘ্যের অজগর উদ্ধার হলো। জানা গেছে, এদিন সকালে জলঢাকা নদী তীরবর্তী নেল্লা পাড়া এলাকায় এক বাঁশ ঝাড়ে সাপটিকে দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। এরপর তাদের নিজেদের উদ্যোগে নিরাপদে সাপটিকে নিচে নামিয়ে এনে বস্তা বন্দি করে রাখেন। স্থানীয় বাসিন্দা অমৃত রায় বলেন, আমরা সকালে বাঁশ ঝাড়ের মধ্যে একটি অজগর দেখতে পাই। এরপর সাপটিকে নিরাপদে নামিয়ে বস্তায় বন্দি

করে রাখি। এরপর দ্রুত খবর দেওয়া হয় ময়নাগুড়ি রোড পরিবেশ প্রেমী সংগঠনকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন ময়নাগুড়ি রোড পরিবেশ প্রেমী সংগঠনের সদস্যরা। তারা এসে সাপটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যান।

জানা গেছে এই সাপটি বার্মিজ প্রজাতির। উদ্ধার হওয়া সাপটির দৈর্ঘ্য প্রায় ৯ ফুট। পরিবেশ প্রেমী সংগঠনের দক্ষ সদস্য অমল রায় বলেন, জলঢাকা তীরবর্তী ভাঙারহাট নেল্লা পাড়া এলাকায় একটি বার্মিজ প্রজাতির পাইথন উদ্ধার হলো। স্থানীয়রা নিজেদের চেষ্টায় সাপটিকে নিরাপদে বস্তা বন্দি করে রেখেছিল। আমরা সেটিকে উদ্ধার করলাম এবং বন দফতরের হাতে তুলে দেব। অন্যদিকে রামশাই মোবাইল স্কোয়ার্ড সূত্রে খবর সাপটিকে প্রাথমিক পরীক্ষার পর জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে।

পুর প্রচারে গুরুং?

নিজস্ব প্রতিনিধি: শিলিগুড়িতে পুরসভার প্রচারে আসতে পারেন বিমল গুরুং। জানা গেছে বিমল গুরুং–এর সাথে শিলিগুড়ির বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডের নিবিড় সম্পর্ক। আর সেই নিবিড় সম্পর্ক কে কাজে লাগাতে চাইছে তৃণমূল কংগ্রেস। শিলিগুড়ির জ্যোতিনগর,বাঘাযতীন কলোনিতে পুরসভা নির্বাচনের প্রচারে গুরুংকে নিয়ে আসতে চান তৃণমূল নেতৃত্ব। এ বিষয়ে গুরুং এর কাছ থেকে কোনও খবর পাওয়া যায় নি। তবে তিনি শিলিগুড়িতে প্রচণ্ডভাবে প্রচারে আসতে ইচ্ছুক। তৃণমূল কংগ্রেসও চাইছে যেভাবেই হোক শিলিগুড়ি পুরসভা জিতে কিছুটা হলেও নিজের সম্মান ফিরিয়ে নিয়ে আসতে। তবে তৃণমূলের সব কাউন্সিলর বিমল গুরুংকে নিয়ে প্রচারে রাজি নন। এদের মধ্যে আছেন শিলিগুড়ির ১৪ ,৩০এবং ৩৬ নং ওয়ার্ড।তাই বিমল গুরুংকে নিয়ে প্রচারে আনা আপাতত কিছুটা ধীর লয়ে চলছে বলে জানা গেছে। কারণ, এখানে গৌতম দেব একরকম নিয়মে এবং রঞ্জন সরকার আরেক চিন্তায় চলছেন। তবে এই খবরটা যে বেশ চমকপ্রদ সেটা হলফ করে বলতে পারা যায় বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহলগুলি।

হাতির হানা

নিজস্ব প্রতিনিধি : জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বারোপটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন রঙধামালি নতুন বস্তি এলাকায় ঘটলো হাতির তাণ্ডব। আতঙ্কিত বাসিন্দারা জানান, চারটি হাতির দল এই এলাকায় ঢুকে পড়ে। বেশ কয়েকটি বাড়ি ভাঙচুর করেছে বলে খবর। জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ এবং বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে রয়েছে। হাতিগুলোকে বৈকণ্ঠপুর বনবিভাগের বোদাগঞ্জ ফরেস্টে ফিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চলছে। প্রায়ই লোকালয়ে হাতির হানায় উদ্বেগ বাড়ছে এলাকাবাসীর। উৎসাহী মানুষ ভিড় জমিয়েছেন হাতির দল দেখতে। হাতির দলটি এখনও এলাকায় রয়েছে। দপ্তরের তরফ থেকে মানুষকে দূরে সরে যেতে মাইকিং প্রচার করা হচ্ছে। মনে করা হচ্ছে খাবারের অভাবে লোকালয়ে ঢুকে পড়েছে হাতির দল।

বাবুলের সন্ন্যাসে চাপে রাজ্য বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়র রাজনীতি থেকে সন্ন্যাস নেওয়ার ঘোষণায় রাজ্য রাজনীতিতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর এই সিদ্ধান্তে নৈতিকতার দিক দিয়ে চাপে বঙ্গ বিজেপি। রাজ্য রাজনীতিতে দলের কঠিন সময় বিশ্বস্ত সৈনিকের মতো লড়ে গিয়েছিলেন

বাবুল সুপ্রিয়। সম্প্রতি তাঁর রাজনৈতিক সন্ন্যাস নেওয়ার পেছনে অভিমান জড়িয়ে রয়েছে, তা বলাই বাহুল্য। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে দেশজুড়ে মোদী ঝড় থাকলেও পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের একচ্ছত্র দাপটের মাঝে লড়াই করে আসানসোল লোকসভা কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন বাবুল সুপ্রিয়। সেই সময় তাঁর এই লড়াই গেরুয়া শিবিরের কর্মীদের মধ্যে অনুপ্রেরণার মতন কাজ করেছিল। ১৯৯৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের পর মূলত এই বলিউডি বাঙালি গায়কের হাত ধরেই লোকসভা নির্বাচনে দক্ষিণবঙ্গে আসন জিততে সক্ষম হয়েছিল বিজেপি। সেই সময় এ রাজ্যে বিজেপির সাংগঠনিক শক্তি এখনকার মতন ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাবুলের এই সাফল্য দলীয় কর্মীদের মধ্যে নতুন আশার সঞ্চার করেছিল। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনেও তাঁর বিজয়রথ অব্যাহত থাকে। কিন্তু রাজ্য বিজেপির নানাবিধ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে বাবুল সুপ্রিয় কোথায় যেন ব্রাত্যই থেকে যান। আসানসোলের মাটিকে যে পদ্ধতিতে তিনি বিজেপির দুর্জয় ঘাটিতে পরিণত করেছিলেন, তা রাজ্যের অন্যত্র ছড়িয়ে দিতে বঙ্গ বিজেপির প্রথমসারির নেতাদের মধ্যে অনীহা দেখা দেয়। এমনকি ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে দলীয় জল্পনায় একাধিক নাম ভেসে উঠলেও তাঁর নাম নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি। পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে বাবুল সুপ্রিয়র দাপুটে রাজনৈতিক

ভাবমূর্তিকে ব্যবহার করতে গাফিলতি করেছে বঙ্গ ব্রিগেড। তৃণমূল সুপ্রিমোর জনমোহিনী ব্যক্তিত্বের সামনে প্রতিস্পর্ধী রাজনৈতিক চরিত্র হিসেবে বাবুলকে তুলে ধরার কোনও চেষ্টাই রাজ্য বিজেপি করেনি। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকারও বাবুলকে পূর্ণমন্ত্রীতে উন্নত করার উদ্যোগ নেয়নি। যদিও নিজের ফেসবুক পোস্টে কেন্দ্রের প্রতি কোনো উষ্মা প্রকাশ করেননি তিনি। তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য মূলত বঙ্গ বিজেপির মধ্যে চলতে থাকা মতানৈক্য ও কলহ। দলের অভ্যন্তরে অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে দলীয় কর্মীদের মনের উপর যে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে সেটাও ফেসবুক পোস্টে স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি।

২০১৯ লোকসভা নির্বাচনের পর থেকে দলে বহু নতুন মুখের আমদানি হতে থাকে। সেই সময় প্রায় প্রতিদিনই তৃণমূল থেকে বিজেপিতে যোগ দেওয়া হুজুগ উঠেছিল। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের প্রাকমুহূর্তেও সেই ধারা অব্যাহত ছিল। নতুন মুখদের বিজেপির সাংগঠনিক কাজে যেভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সেই গুরুত্ব পাননি বাবুল সুপ্রিয় সহ বহু পুরনো নেতা ও কর্মীরা। নিজের ফেসবুক পোস্টের এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, আজ পার্টিতে অনেক নতুন ব্রাইট তরুণ তুর্কি যেমন আছেন। তেমনি অনেক প্রবীণ বিদগ্ধ নেতাও আছেন। আরেক জায়গায় তিনি লিখেছেন, পার্টিতে ব্যক্তিবিশেষের থাকা না থাকা বড় ব্যাপার নয়। এর থেকে বোঝা যায় রাজ্য রাজনীতিতে দলের অন্দরে তিনি একটা সময়ের পর একা এবং ব্রাত্য অনুভব করেছেন।

বাবুল সুপ্রিয়র ফেসবুক পোস্টে আরেকটা বিষয় স্পষ্ট যে রাজনীতিতে তিনি নিজের জনপ্রিয়তাকে আরো বেশি বৃদ্ধি করতে তৎপর। তাই কার্যত রাস্তায় নেমে মানুষের মধ্যে মিশে সমাজসেবা করে যাওয়ার অঙ্গীকার করেছেন তিনি। রাজনীতিবিদ হিসেবে এখনো পর্যন্ত যে কাজ তিনি করেছেন তার মূল্যায়ন জনগণের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। যদিও দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রতি চূড়ান্ত আনুগত্য দেখিয়েছেন তিনি। তাঁর বিরোধ যে রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে সেটা ফেসবুক পোস্ট থেকেই বোঝা যায়।

আগামী দিনে বাবুল সুপ্রিয় একজন জনপ্রিয় সমাজসেবী হতে পারবেন কিনা সেটা সময় বলবে। তবে আপাতত বাবুলের রাজনৈতিক সন্ন্যাস রাজ্য বিজেপির ভাবমূর্তির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলল।

প্রত্যন্ত খুলনা থেকে ক্যানিং-এ এলেন সাপে কাটা মহিলা

সুভাষ চন্দ্র দাশ : প্রতিনিয়ত বাড়ছে সাপের কামড়। পাশাপাশি ওঝাদের দাপটে বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যাও। শুধুমাত্র ক্যানিং মহকুমা এলাকায় গত দুমাসে সাপের কামড়ে মৃত্যু হয়েছে ৬ জনের।

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার খুলনা'র বাসিন্দা পেশায় হাসপাতালের ঝাড়ুদার বছর ৪২ এর সন্ধ্যা আড়ি। মঙ্গলবার রাতে খাওয়া-দাওয়া করে ঘুমিয়ে ছিলেন। বিছানার মধ্যে তাঁর হাতে কামড় দেয় বিষধর কালাচ সাপ। তিনি কোন কিছুই বুঝতে পারেননি। বুধবার যথারীতি হাসপাতালের কাজে যান। সেখানে আচমকা বেলা এগারোটা নাগাদ অসুস্থ হয়ে পড়েন। মুহূর্তে সন্দেশখালি গ্রামীণ হাসপাতালের চিকিৎসকরা সন্ধ্যাদেবীর প্রাথমিক চিকিৎসা করেন। পরিস্থিতি ভালো নয় বুঝতে পেরে চিকিৎসকরা কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন। প্রত্যন্ত খুলনা থেকে ওই মহিলাকে তার পরিবারের লোকজন সুন্দরবনের ডাঁসা ও রায়মঙ্গল নদী দুটি পারাপার হয়ে দুর্গম পথ অতিক্রম করে কলকাতার উদ্দেশ্য রওনা দেওয়ার প্রস্তুতি শুরু করেন। ইতিমধ্যে আচমকা ওই মহিলার পরিবারের সদস্যরা ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সুপার ডাঃ অপূর্বলাল সরকার ও সর্প বিশেষজ্ঞ ডাঃ সমরেন্দ্র নাথ রায়ের সাথে যোগাযোগ করেন। ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসকরা রোগীর অবস্থা শুনে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসতে বলেন। প্রায় তিনঘন্টার পথ অতিক্রম করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে রোগী পৌঁছায় বুধবার রাতে। ততক্ষণে রোগীর অবস্থা বেশ সংকটজনক। ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসকরা রোগীর অবস্থা দেখে বুঝতে পারেন সাপে কামড় দিয়েছে। ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের

সিসিইউ বিভাগের চিকিৎসক অনুপম হালদার তড়িঘড়ি সিসিইউতে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা শুরু করেন। এ পর্যন্ত ওই মহিলাকে সাপে কামড়ানো প্রতিষেধক ৪০ টি এভিএস দেওয়া হয়েছে। তিনি সুস্থ হওয়ার পথে।

মগরাহাট থানার ধামুয়ার আলিসা গাজি পাড়ার বাসিন্দা রাজ্জাক সেখ।বৃহস্পতিবার সকালে তিনি রাস্তার পাশে রাখা কাঠ সরিয়ে অন্যত্র রাখছিলেন। আচমকা তার বাম পায়ে কামড় বসায় বিষধর একটি চন্দ্রবোড়া সাপ। মুহূর্তে সাহসের উপর ভর করে ওই যুবক সাপটি ছাড়িয়ে প্রতিবেশী সঙ্গীসাথীদের নিয়ে সোজা ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে যায় চিকিৎসার জন্য। আচমকা সাপ হাতে যুবককে হাসপাতালে ঢুকতে দেখে তাজ্জব হয়ে যায় চিকিৎসকরা। সাপে কামড় দিয়েছে জানতে পেরে শুরু হয় যুবকের চিকিৎসা। বর্তমানে ওই যুবক সুস্থ রয়েছে। অন্যদিকে দীর্ঘপথ অতিক্রম করায় বিষধর চন্দ্রবোড়া সাপটি মারা যায়।

বৃহস্পতিবার বিকালে বাড়িতে ইঁট গুছিয়ে রাখার কাজ করছিলেন বাসন্তী থানার আমঝাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ৮ নম্বর তিতকুমার গ্রামের কুদ্দুস খান। সেই সময় আচমকা একটি বিষধর সাপ তার ডান হাতে ছোবল মারে। সাপটি মেরে ফেলে তড়িঘড়ি চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে আসে ওই যুবক। বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে।

ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সর্প বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সমরেন্দ্র নাথ রায় বলেন বর্ষাকালে সাপের উপদ্রব বাড়ে। একটু সতর্ক ভাবে চলাফেরা করা উচিত সাপে কামড় দিলে যত দ্রুত সম্ভব রোগীকে নিকটবর্তী সরকারী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া জরুরী। কারণ সাপে কামড় দিলে চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রথম ১০০ মিনিট অত্যন্ত জরুরী। তবে সঠিক সময়ে হাসপাতালে আসলে কোন সমস্যা হয় না।

মাদক সহ পুলিশের জালে মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বড়সড় সাফল্য পেল বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশ। কোটি টাকার নিষিদ্ধ মাদক সহ এক মহিলাকে পাকড়াও করলো পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে বারুইপুর পুলিশ জেলার অন্তর্গত জীবনতলা থানার ঘুঁটিয়ারী শরীফ ফাঁড়ি এলাকায়। ধৃত মহিলার নাম সজিনা বিবি। ধৃত মহিলার কাছ থেকে প্রায় ৫০০ গ্রামের ৪ টি প্যাকেট রাখা ২ কেজি নিষিদ্ধ হেরোইন উদ্ধার করেছে পুলিশ। উদ্ধার হওয়া মাদক দ্রব্যে আনুমানিক বাজার মূল প্রায় কোটি টাকা। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ঘুঁটিয়ারী শরীফ এলাকায় বাইরের লোকজন বেশি যাতায়াত করেন। পাশাপাশি এলাকায় দুষ্কৃতীদের আনাগোনা রয়েছে। স্থানীয় মানুষের দাবি পুলিশ প্রশাসনের নজর এড়িয়ে ঘুঁটিয়ারী শরীফ এলাকা হয়ে উঠেছে

আন্তর্জাতিক মাদক ব্যবসার আঁতুড় ঘর। এছাড়াও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা জুড়ে মাদক ব্যবসায়ীরা তাদের কারবার পুলিশের নজর এড়িয়ে রমরমিয়ে চালিয়ে যাচ্ছে। বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশের কাছে রমরমা মাদক ব্যবসা সংক্রান্ত গোপন খবর আসছিল। দুষ্কৃতীরা সুচতুর ভাবে তাদের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিল। বারুইপুর পুলিশ জেলার জীবনতলা থানার ঘুঁটিয়ারী শরীফ ফাঁড়ির পুলিশ সতর্ক ভাবে এলাকায় নজরদারী শুরু করে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার সকালে ঘুঁটিয়ারী শরীফ ফাঁড়ির পুলিশ হালদার পাড়া এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালায়। তল্লাশি অভিযানের সময় সজিনা বিবি নামে এক মহিলাকে পাকড়াও করে পুলিশ। ওই মহিলার বাড়ি ভাঙড়ের গোজাপুর এলাকায়। বিগত প্রায় এক বছর হালদার পাড়ায় ঘরভাড়া নিয়ে থেকে নিষিদ্ধ মাদক কারবার চালিয়ে যাচ্ছিল। তার কাছ থেকে দুকেজি হেরোইন উদ্ধার হয়। ধৃত মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। পাশাপাশি ওই মহিলার সাথে আন্তর্জাতিক কোনও মাদক কারবারী চক্র জড়িত রয়েছে কি না এবং এই সমস্ত মাদকদ্রব্য কোথা থেকে কোথায় নিয়ে গিয়ে বিক্রি করা হতো সে বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশ। বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার বৈভব তেওয়ারী জানিয়েছেন, গত ২৩ জুলাই নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্য সহ সাইমা বিবি নামে এক মহিলাকে ঘুঁটিয়ারী শরীফ থেকে পাকড়াও করা হয়েছিল। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই বড় চাঁইয়ের চক্রের সন্ধানে তল্লাশি চালানো হয়েছিল। মহিলার কাছ থেকে প্রায় কোটি টাকার নিষিদ্ধ মাদক দ্রব্য উদ্ধার করা হয়েছে। অন্যান্যদের খোঁজ তল্লাশি চলছে।

বন্যা বিপর্যস্ত লাভপুর

নিজস্ব প্রতিনিধি : নিম্নচাপের টানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত লাভপুর ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম। কুঁয়ে নদীর বাঁধ ভেঙে প্লাবিত একাধিক গ্রাম। পুরাতনগ্রামে কুলে নদী কজওয়ে,পচ্চনপুর মোড়ে দ্বারকা নদ কজওয়ে, কুশুটিয়া শাল নদী কজওয়ে,কঙ্কালীতলা মন্দির ডুবে গিয়েছে। ৩১ জুলাই কাদোরকুলো নামোপাড়ায় একটি গাড়ি সহ নানুর সিআই কল্যাণ মৈত্র সহ পুলিশকর্মীরা আটকে পড়ে। তাদের উদ্ধার করা হয়। ৩০ জুলাই ভোরে ইন্দাস ডাঙালপাড়া বাড়ি ভেঙে আশঙ্কাজনক দুই বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সোমবার স্পিডবোর্ডে দুর্গত এলাকা ঘুরে দেখে বিধায়ক অভিজিৎ সিংহ। মঙ্গলবার রাত্র থেকে আবার শুরু হয়েছে বৃষ্টি।

নেপথ্যে পরকীয়া?

নিজস্ব প্রতিনিধি : লাউবেড়িয়া বিশ্বরূপ মন্দির সংলগ্ন শ্মশানের পরিত্যক্ত ঘরে হাত, পা, মুখ বাঁধা মাটিতে পা ঠেকাবস্থায় মঙ্গলবার সকালে বিজেপি বুথ সভাপতি ইন্দ্রজিৎ সূত্রধরের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। এক বিজেপি কর্মীর স্ত্রীকে তারাপীঠ নিয়ে গিয়েছিল ইন্দ্রজিৎ। কাঁকরতলা থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেছিলো ওই কর্মীর পরিবার। এক দম্পতিকে আটক করেছে পুলিশ।

বজ্রাঘাতে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি : মঙ্গলবার বিকালে নাচনসাহা গ্রামে মাঠে ধান পোঁতার সময় বাজ পড়ে মৃত জবা লোহার, মনিদীপা লোহার। জখম তিনজন ইলামবাজার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসাধীন। সোমবার বিন্ডাঙা কার্তিকডাঙা মাঠে পরিত্যক্ত মেশিন ঘরে বাজ পড়ে মৃত পাকুরিয়ার দিলু হেমব্রম এবং সন্তোষপুরের সুমি টুডু ও জগন্নাথ টুডু। ২৭ জুলাই মাঠে নির্ভয়পুর গ্রামে চাষ করার সময় বাজ পরে মৃত লঘু মারান্ডি। টিউবওয়েলে স্নান করার সময় বাজ পরে জখম বিজয় বিত্তার সিউড়ি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

টিকা বিক্ষোভ বাড়ছে

প্রথম পাতার পর

সেখানকার স্বাস্থ্য আধিকারিক জানিয়েছেন ভুল বোঝাবুঝিতে এই বিক্ষোভ। এদিন শুধু দ্বিতীয় ডোজ দেওয়ার কথা থাকলেও এলাকার বাইরের কিছু লোক প্রথম ডোজের জন্য ভিড় করেন তাঁরাই বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে কাদের বেছে বেছে টিকা দেওয়া হচ্ছে তা নিয়ে উঠেছে বিস্তর প্রশ্ন। শুধু এই দুই জেলাতেই নয় ছোটখাটো টিকা বিক্ষোভে প্রায় প্রতিদিনই উত্তাল হচ্ছে বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন এলাকা। ছোটখাট বিক্ষোভ মিটে যাওয়ায় সংবাদে উঠে আসছে না তুষের আগুন। কিন্তু কেন এত বিক্ষোভ? স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে টিকা প্রদানে একটি সুষ্ঠ ও অভিন্ন নীতি প্রণয়ণের দরকার ছিল সরকারের। প্রত্যেক টিকা প্রদান কেন্দ্রে একই নিয়ম মেনে টিকা দিলে এবং সেই নিয়ম সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়ে থাকলে বিক্ষোভের কোনো অবকাশ থাকত না। সুযোগ থাকত না টিকার কুপন নিয়ে দাদাগিরি করার। গণটিকাকরণ যদি ১০০ শতাংশ সফল করতে হয় তাহলে সরকারকে নীতি প্রণয়ন করতেই হবে দাবি বিশেষজ্ঞদের। অন্যথায় এমন বিক্ষোভ বাড়তেই থাকবে।

ঘোড়ার গাড়ি

প্রথম পাতার পর

ঘোড়া প্রতি ১০০ টাকা করে নেয় কলকাতা ট্রাফিক পুলিশ। সেজন্য ট্রাফিক পুলিশ ঘোড়াদের রাস্তায় চলাফেরার অনুমতি দেয়। ঘোড়ার গাড়ির মালিক প্রবাল মুখোপাধ্যায়ের ছ'টা ঘোড়া খাবারের অভাবে মরে গেছে। এবারও কত লোকের ঘোড়া মরেছে। পুলিশ চুপচাপ খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মরা উঠিয়ে তুলে নিয়ে যায়। যাতে কেউ জানতে না পারে। ঘোড়াও মরে। বডি তোলার সঙ্গে টাকাও দিতে হয়। সব কিছুতে ঘোড়ার গাড়ি লাগে। কেউ কোনও খবর নেয় না আমাদের বা ঘোড়াদের। আরেক ঘোড়ার গাড়ির মালিকদের বক্তব্য, আমার আটটি ঘোড়া আছে। ২০২০ - র করোনা কালে মাউন্টেন পুলিশ ও জয়েন্ট সিপি কমিশনার সাহায্য করেছিল। এবার কোনও সাহায্য আসেনি। প্রচুর ঘোড়া মারা গিয়েছে। রাস্তায় অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে মারা গেছে। অনেকগুলি খাবারের অভাবে মারা গেছে। এখন ঘোড়ার গাড়ির ব্যবসা পুরোটাই বন্ধ আছে। নিজেদের সংসার চালাবার ক্ষমতা নেই। ঘোড়াদের খাওয়াবো কী করে। রাজ্যের বন ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ দফতর (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) যদি এ বিষয়ে কোনও রকম উদ্যোগ নেয় তাহলে ঘোড়ার গাড়ির মালিকরা বিশেষ উপকৃত হবো।

জলমগ্ন হাওড়া আমতা ও উদয়নারায়ণপুর

সঞ্জয় চক্রবর্তী : হাওড়া জেলার আমতা ও উদয়নারায়ণপুরের বেশ কয়েকটি গ্রাম জলমগ্ন। ক'দিন টানা ভারী বর্ষণে ও ডিভিসি'র ছাড়া জলে যে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তা আরও অবনতি হয়ে পড়েছে। আরও জলমগ্ন হবার আতঙ্কে ভুগছে গ্রামবাসী। যেমন খাবারের সমস্যা তেমনি পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছে জলমগ্ন গ্রামবাসীরা। এই সব এলাকার মানুষকে নিরাপদে সরিয়ে আনা হয়েছে প্রশাসনের

এই সব গ্রামের মানুষ পড়েছে চরম দুর্ভোগে। একে তো করোনা মহামারির ফলে মানুষ নাজেহাল তার উপর এই বন্যা এলাকাবাসী দিশেহারা। তার উপর নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়ছে হু হু করে। মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে দিন দিন। তার উপর এই বন্যা এলাকাবাসীর রাতের ঘুম ছুটেছে। উদয়নারায়ণপুরে ১০টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও আমতা ২ নং ৫ টি গ্রাম পঞ্চায়েত বলা যেতে পারে সম্পূর্ণ জলের তলায়। তবে পুনরায় ভারী বর্ষণের ফলে আরও নতুন করে পক্ষ থেকে। সকলে ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের খাবার ও পানীয় জলের ব্যাবস্থা করা হয়। এই সব বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শনে আসেন জেলাশাসক ও বিভিন্ন ত্রাণ শিবির ঘুরে দেখেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমতা ২ নং ব্লক পরিদর্শনে গিয়ে এই সব জলমগ্ন বানভাসী মানুষের পাশে থাকা ও তাদের সব রকম সাহায্যের আশ্বাস দেন এবং কর্মীদের এই সব অসহায় মানুষের পাশে থাকার নির্দেশ দেন। নামানো হয় জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা দল।

রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : রক্তদান জীবন দান। আর সেই কথা স্মরণ করেই এই করোনা পরিস্থিতিতে রক্তের সঙ্কট মেটাতে হাওড়া আমতা ভান্ডারগাছা বিবেকানন্দ সেবা প্রতিষ্টানের পরিচালনায় প্রদীপ ঘোষ স্মৃতি ভবন, সিংহবাহিনীর তলায় সেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের

আয়োজন করা হয়। ১ আগষ্ট (২০২১) সকাল ১০টায় এসএসকেএম হাসপাতালের তত্ত্বাবধানে ১৫ জন মহিলা সহ মোট ৫০ জন এদিন রক্তদান করে বলে জানা যায়। এই রক্তদান শিবিরে যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন তারা হলেন, ভান্ডারগাছা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান আজার ইসলাম বেগ; গৌরহরি পাল, চূড়ামনি পাল, নিরঞ্জন ঘোষ প্রমুখ। অতিথিদের বরণ করে নেন আশ্রমের প্রণয় ঘোষ, সৌরভ পোয়ালি, আকাশ চক্রবর্তী, বাসুদেব ত্রিদীপ ঘোষ, প্রশান্ত ঘোষ। আনুষ্ঠানিক সুচনা লগ্নে পতাকা উত্তলন করে উদ্বোধন করেন আশ্রমের সভাপতি শ্রীধর চ্যাটার্জী ও গৌরহরি পাল। এছাড়া শ্যাম পুকুর আস্থা ও নতুন স্বপ্নের সহযোগিতায় এবং ভান্ডারগাছা বিবেকানন্দ সেবা প্রতিষ্টানের ব্যাবস্থাপনায় দৃষ্টিহীন মানুষের জন্য বিনামূল্যে মাসিক রেশন প্রকল্পের উদ্বোধন করেন ভান্ডারগাছা অঞ্চলের উপপ্রধান আজার ইসলাম বেগ। এদিন দুজন দৃষ্টিহীন মানুষের হাতে রেশন পরিষেবা তুলে দিয়ে শুভ সুচনা করা হয়। শ্যামপুকুর আস্থার কোষাধ্যক্ষ ও বিবেকানন্দ সেবা প্রতিষ্ঠানের একনিষ্ঠ সদস্য আশীষ কুমার ঘোষ মহাশয় ছাড়াও যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য এই সেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় তারা হলেন, সৌরভ পিয়ালী, বিনয় পন্ডিত, রাকেশ ঘোষ, আনন্দ হাইত, বাবুরাম চক্রবর্তী, সমীর পাল প্রমুখ। করোনা পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে ছিল বিশেষ সুরক্ষা বিধি।

খুদের বুদ্ধিতে বাঁচল ট্রেন

নিজস্ব প্রতিনিধি : বড়সড় দুর্ঘটনার কবল থেকে রক্ষা পেল আপ ক্যানিং স্টাফ স্পেশাল ট্রেন। ছোট্ট একরত্তি খুদে শিশুর তৎপরতায় বাঁচল বহু প্রাণ। শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার ক্যানিং লাইনের বিদ্যাধরপুর ষ্টেশন সংলগ্ন এলাকায় খেলা করছিল বছর সাতেকের দীপ নস্কর। আমচকা তার নজরে পড়ে রেল লাইনে ফাটল রয়েছে। ফাটল দেখে তৎক্ষণাৎ বছর সাতেকের শিশু খবর দেয় তার মাকে। মা বিষয়টির গুরুত্ব বুঝতে পেরে জড়ো করেন এলাকার লোকজন। সেই সময় ক্যানিং থেকে শিয়ালদহ যাচ্ছিল একটি স্টাফ স্পেশাল ট্রেন। স্থানীয়রাই লালকাপড় দেখিয়ে ট্রেনটিকে থামায়। লাইন মেরামতির পর আবার শুরু হয় ট্রেন চলাচল। সোমবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে বিদ্যাধরপুর ও কালিকাপুর স্টেশনের মাঝে।

রেল সূত্রে খবর, এদিন দুপুর আড়াইটে নাগাদ স্থানীয়দের চেষ্টায় বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে বাঁচে আপ ক্যানিং ষ্টাফ স্পেশাল ট্রেন। ওই সময় একটি বছর সাতেকের খুদে দীপ নস্কর রেল লাইনের ধারে বসে খেলা করছিল। হঠাৎ দীপ লক্ষ্য করে লাইনের ওপর একটি বড়সড় ফাটল রয়েছে। দ্বিতীয় শ্রেনির ওই ছাত্রটি বাবা মার মুখে গল্প শুনেছে লাইনে ফাটল থাকলে নাকি ট্রেন উল্টে যেতে পারে। তাই সে দৌড়ে বাড়িতে গিয়ে তার মাকে খবর দেয়। মা এসে দেখে আপ লাইনে একটি বড় ফাটল আছে। একটা পাত আরেকটির

ওপর উঠে গেছে। ওই শিশুটির মা সোনালী নস্কর সঙ্গে সঙ্গে আশে পাশের অন্যান্য লোকেদের জড়ো করেন লাইনের ফাটলের কথা বলে। ততক্ষণে কালিকাপুর থেকে ট্রেন চলতে শুরু করেছে বিদ্যাধরপুরের দিকে। হাতের কাছে লাল কাপড় পেয়ে লাইনের ওপর তাই ধরে দাঁড়িয়ে পড়েন এলাকার কয়েকজন গৃহবধূ। দু-তিনজন গামছাও ওড়াতে থাকেন। তবুও ট্রেন চলতে থাকে সামনের দিকে। কাছাকাছি এসে ফাটলের কিছু আগেই দাঁড়িয়ে যায় ট্রেন। চালক, গার্ড নেমে বুঝতে পারেন বড় বিপদের হাত থেকে তাঁরা রক্ষা পেয়েছেন।

খবর পেয়ে রেলের ইঞ্জিনিয়ার, সোনারপুর জিআরপি, আরপিএফের কর্মী এবং অন্যান্য আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে আসেন। প্রায় আধঘন্টার মধ্যে লাইন মেরামতি হয়। ষ্টাফ স্পেশাল ট্রেন চলতে শুরু করে আবার। ছোট্ট শিশুর বুদ্ধির তারিফ করেছেন পূর্বরেলের কর্তারা।

জয়নগরের স্কুলে কন্যাশ্রীর টাকা তছরুপে ধৃত ৭ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি : জয়নগর মজিলপুর শ্যামসুন্দর বালিকা বিদ্যালয়ের কন্যাশ্রীর কয়েক লক্ষ টাকা তছরুপ কাণ্ডে দু'জনকে গ্রেফতার করলো জয়নগর থানার পুলিশ। ধৃত দুজনের নাম চন্দন দাস ও পুষ্পেন্দু নস্কর। ধৃত চন্দনের বাড়ি জয়নগর থানার দক্ষিণ বারাসত গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর কালিকাপুরে এবং ধৃত পুষ্পেন্দুর বাড়ি দক্ষিণ বারাসত গ্রাম পঞ্চায়েতের বেলিয়াডাঙা গ্রামে। এই ঘটনার তদন্তে নেমে মঙ্গলবার ধৃত দু'জনকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানার পুলিশ। ধৃত চন্দন মজিলপুর শ্যামসুন্দর বালিকা

বিদ্যালয়ের কম্পিউটর শিক্ষক এবং ধৃত পুষ্পেন্দু ওই স্কুলের ক্লার্ক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। উল্লেখ্য,গত ২৩ জুলাই মজিলপুর শ্যামসুন্দর বালিকা বিদ্যালয়ের কন্যাশ্রীর

কয়েক লক্ষ টাকার তছরুপের কেসে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে স্কুলেরই প্রাক্তন ডেটা অপারেটর সন্দীপ রায় ও তার পিতা অনুপ রায়। এই ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ সন্দীপের মামা তরুণকে গ্রেফতার করে গত ২৬ জুলাই। গত ২৮ জুলাইয়ের রাতে গ্রেফতার হয় সন্দীপের জামাইবাবু প্রলয় বর ও বন্ধু জয়ন্ত হালদার। আর মঙ্গলবার গ্রেফতার হলো ওই স্কুলের কম্পিউটার শিক্ষক ও ক্লার্ক। এই নিয়ে এই ঘটনায় মোট ৭ জনকে গ্রেফতার করলো জয়নগর থানার পুলিশ। এদিন ধৃত দুজন স্কুলের কন্যাশ্রীর টাকা তছরুপের সাথে যুক্ত আছেন বলে পুলিশের ধারনা।ধৃতদেরকে বুধবার বৃষ্টি ভেজা দুপুরে বারুইপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন।

আর্সেনিক মুক্ত জল প্রকল্পের সংস্কারের নির্দেশ

প্রথম পাতার পর

সূত্রের খবর মন্ত্রী পুলক রায় সভায় বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর স্বপ্ন খুব দ্রুত বিনামূল্যে সকলের বাড়িতে পানীয় জল পৌঁছে দিতে হবে। ডোঙাড়িয়া ইউনিট-২ প্রকল্পের কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে। সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীর তৎপরতায় ওই প্রকল্পের জন্য ৫৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। ওই প্রকল্প শেষ হলে ফলতা-মথুরাপুরে পানীয় জল সরবরাহ স্বাভাবিক হবে। সূত্রের খবর ওই প্রকল্প শেষ হতে বছর দেড়েক লাগবে। তত দিনে যাতে মানুষ ভালো ভাবে জল পায় তার জন্য বজবজ-২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি এর আগে ৫টি সাব মারসেল অর্থাৎ ছোট পাম্প হাউস দফতর থেকে অনুমোদন করেছিলেন, এদিন মন্ত্রীর কাছে আরও পাঁচটি সাব মারসেল দাবি করলে মন্ত্রী পুলক রায় তা অনুমোদন করেন। জেলা পরিষদের সদস্য সেখ বাপী মন্ত্রীকে বলেন, ২০০৩ সালের ১১ মার্চ তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এই প্রকল্প উদ্বোধন করেছিলেন। তারপর থেকে এতবড় প্রকল্পের সেভাবে কোনও সংস্কার হয়নি। মন্ত্রী সকলকে নিয়ে জলপ্রকল্প ঘুরে দেখেন। ফিল্টার হাউস, ল্যাবরেটরি, বটলিং প্ল্যান্ট ঘুরে দেখেন। প্রকল্পের ভিতরে জঙ্গল দেখে তা দ্রুত পরিষ্কার করার কথা বলেন আধিকারিকদের। বজবজ-২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি বুচান ব্যানার্জীকে বিডিওর মাধ্যমে প্রকল্পকে সংস্কার করতে বলেন। বুচানবাবু তা মেনে নেন। এ ছাড়াও প্রকল্পের ভিতরে রঙ, সংস্কার করার জন্য আধিকারিকদের তৎপর হতে বলেন। ভাঙা পাইপ সংস্কারের জন্য পর্যাপ্ত পাইপ মজুত রাখার আদেশ দেন। মন্ত্রী পুলক রায়ের এই পরিদর্শন এবং সভার পর আধিকারিকরা আবারও জরুরি বৈঠকে বসেন, কিভাবে দ্রুত প্রকল্পের কাজ করা হবে সে নিয়ে পরিকল্পনা করা হয়।

তৃণমূলী গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে বাগদায় ভাঙন

প্রথম পাতার পর

কিন্তু তার সেই নির্দেশিকা উপেক্ষা করে আমাদের দলেরই আঞ্চলিক প্রেসিডেন্ট কৃষিমান্ডির সামনের জায়গা দলীয় পতাকা পুঁতে দিয়ে তা দখল করে বিক্রির চেষ্টা করেন। আমি তাতে বাধা দিই। এটা যদি বলেন অন্যায় তাহলে অন্যায়।' অনাস্থা প্রসঙ্গে বলেন, 'আমি মনে করি, আমাদের একুশ জন সদস্যের মধ্যে আমার বিরুদ্ধে কেউ নেই। কারণ আমি যা কিছু করি, তা একুশ জনকে সাথে নিয়েই করি। এটা হল আমার দলীয় বার্তা। আর আমি চেয়ারটায় বসি, সেটা জনগণের। সেই হিসেবে আমি মনে করি সাতাশ জন মেম্বারই আমার পক্ষে।'

বাগদা পূর্ব ব্লক তৃণমূল সভাপতি পরিতোষ সাহা তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব তো আছেই। কারণ বিধানসভা নির্বাচনে আমাকে তো হারিয়েছে দলেরই একটা শ্রেণি। এই পরাজয়ের পিছনে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গোপা রায়, বিধানসভার চেয়ারম্যান এবং পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি তরুণ ঘোষ-রা জড়িত আছেন। আমি এই বিষয়টা মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে জ্যোতিরিন্দ্র মল্লিক সহ সবাইকে জানিয়ে দিয়েছি। মাত্র প্রায় নয় হাজারের মতো ভোটে আমি হেরে যাই।' গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নিরসন প্রসঙ্গে বলেন, 'দল যদি কার্যকরী পদক্ষেপ না করে তাহলে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নিরসন হবার নয়।' পঞ্চায়েত সমিতির অনাস্থা প্রসঙ্গে পরিতোষবাবু বলেন, 'অনাস্থা সম্পর্কে আমার কিছু জানা নেই। তবে যতদূর জানি, অনাস্থা আনার বিষয়টা ঠিক নয়। তবে দলের উর্ধ্বতন নেতৃত্ব যা সিদ্ধান্ত নেবে, তাই হবে।' স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, বনগাঁয় এখন তৃণমূলের দুজন নেতা। একজন গোপাল শেঠ ও অন্যজন শঙ্কর আঢ্য। পরিতোষ সাহা হলেন, শঙ্কর আঢ্যর অনুগামী। যতদিন যাচ্ছে, ততই এতঞ্চলে তৃণমূলী গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ক্রমশ চরম আকার ধারণ করছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় কয়েকজন তৃণমূল কর্মী বলেন, 'নেতা বেশি গোপা রায়ের দিকে আর কর্মী সংখ্যা বেশি হচ্ছে পরিতোষ সাহার দিকে। তাই গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের বিরুদ্ধে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যতই নির্দেশকা জারি করুন না কেন, এতদঞ্চলের গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব কার্যত ক্রম বর্দ্ধমান। এরকম চলতে থাকলে আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে পরিস্থিতি ভয়াবহ হবার আশঙ্কা প্রবল।'

লেন্স বার্তা

মহেশতলার রাস্তার বেহাল অবস্থা জল জমে নাজেহাল এলাকাবাসী। আবর্জনায় ঢেকেছে রাস্তা বাড়ছে মশার উপদ্রব। ছবি : অরুণ লোধ

জলই জীবন, জলেই জীবন... বেহালাবাসীর বেহাল অবস্থা সুরাহা কি আদৌ হবে।

মা আসছেন দোলায় চেপে। পৃথিবী দুর্যোগে ভরিয়ে। এর মধ্যেও আগনীর অপেক্ষা। কুমোড় পাড়ার ঘরে যেন নজর না লাগে। ছবি : অভিজিৎ কর

কলকাতায় রেকর্ড বৃষ্টি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০২০ – র ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত কলকাতা মহানগরে সর্বমোট বৃষ্টি হয়েছিল ১৪০০ মিলিমিটার। আর এবছর চলতি মাসের ৪ আগস্ট সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত কলকাতা মহানগরে চলতি বর্ষায় বৃষ্টির পরিমাপ হল প্রায় ১৪০০ মিলিমিটার। অথচ চলতি বর্ষার এখনও প্রায় তিন মাস বাকি। শ্রাবণ মাসের ১৩ দিন। সঙ্গে গোটা ভাদ্র (৩১ দিন) ও আশ্বিন (৩১ দিন) মাসও আছে, এই যে আড়াই থেকে তিন মাস বর্ষার বাকি রয়েছে, এই সময়কালে কলকাতা মহানগরে আরও কত পরিমাণ বৃষ্টি হবে, তা নিয়ে কলকাতা পুরসংস্থার সুয়্যারেজ ও ড্রেনেজ দফতর ইঞ্জিনিয়ারদের ভাবিয়ে তুলেছে। কলকাতা থেকে চলতি বর্ষা বিদায় নেওয়ার আড়াই থেকে তিন মাস আগেই চলতি মাসের ৪

আগস্টের সন্ধ্যা, ২০২০ – র বৃষ্টির রেকর্ডকে ভেঙে দিয়েছে। কলকাতা পুরসংস্থার নিকাশি দফতরের প্রশাসক পর্ষদের সদস্য তারক সিং জানিয়েছেন, বর্তমানে ঘন্টায় ১৫ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হলে সেই বৃষ্টি জল মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা নামিয়ে দেওয়ার পরিকাঠামো বর্তমানে কলকাতা পুরসংস্থা গত কয়েক বছরে তৈরি করেছে। কিন্তু ৪ অগস্টের সকাল ১১ টা থেকে মাত্র ৪ ঘন্টায় উত্তর কলকাতার কোথাও কোথাও বৃষ্টি হয়েছে ৮৭ থেকে ১১১ মিলিমিটার। ঘন্টায় এই যে ২২ থেকে ২৮ মিলিমিটার বৃষ্টি হল, স্বাভাবিকভাবেই এই জল সরতে কয়েক ঘন্টা সময় লাগবে। আর তার ওপর বর্ষার পিক আওয়ার চলতে থাকায় হুগলি নদীতে ভাটার সময়ও নদীর জল সেভাবে নামছে না। ফলে কলকাতার নিকাশি খালের জল ভাটার সময়কালে যতোটা হুগলি নদীতে পরার কথা, ততটা ফেলা সম্ভব হচ্ছে না। কলকাতায় বর্ষার জমা জল সরাতে বর্তমানে ৭৬ টি পাম্পিং স্টেশনের ৩৯৬ টি পাম্প সারাক্ষণ সক্রিয় থাকছে। এছাড়াও নানা ওয়ার্ডে ৪০০ টির মতো পোর্টেবল পাম্প সক্রিয় রয়েছে। এদিকে দক্ষিণ-পশ্চিম কলকাতার ঠাকুরপুকুর থানা এলাকার অন্তর্গত ১২৪ নম্বর ওয়ার্ডের সত্যজিৎ পার্কের সর্বত্র মূল রাস্তা থেকে শুরু করে গলি তস্য গলির পথ দীর্ঘ এক মাসের অধিক সময় যাবৎ ১৫ থেকে ২০ সেন্টিমিটার জলের তলায়। পুর কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, ওই ওয়ার্ডে ভূগর্ভস্থ নিকাশি নালার কাজ চলছে। তাই এসমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

বস্তিগুলি জলমগ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি : সাম্প্রতিক বৃষ্টিতে কলকাতার বিভিন্ন বস্তি এলাকা এখনও জলমগ্ন বলে কলকাতা পুরসংস্থার ৫৪ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন সিপিআই(এম) পুরপ্রতিনিধি এবং কলকাতা বস্তি ফেডারেশনের সভাপতি মহঃ আবু সুফিয়ান অভিযোগ করেছেন। তিনি বলেন, উত্তর কলকাতার বেলগাছিয়া, দক্ষিণ কলকাতার টালিগঞ্জ-ঢাকুরিয়া-বেহালা এলাকার বিভিন্ন বস্তিতে বর্ষার জল জমে রয়েছে। ওই জমা জল নিষ্কাশনের কোনও উদ্যোগ কলকাতা পুরসংস্থা ৫ আগস্ট পর্যন্ত নেয়নি বলে আবু সুফিয়ানের অভিযোগ। এদিকে কলকাতা পুরসংস্থার প্রশাসক পর্ষদের সদস্য স্বপন সমাদ্দার অবশ্য জানিয়েছেন, কলকাতা মহানগরে জল জমলে কলকাতার বস্তিগুলিতেও জল জমবে। এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। তবে সেই জল নামাতে অস্থায়ী ভাবে বস্তিগুলিতে ৩১২টি পোর্টেবল পাম্প চালু করা হয়েছে।

তৃতীয় ঢেউয়ের কথা ভেবে দুর্গা পুজোয় কাটছাঁট

নিজস্ব প্রতিনিধি : বৃহস্পতিবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী কোভিডের তৃতীয় ঢেউ প্রতিরোধ করতে গ্লোবাল অ্যাডভাইজার কমিটির সঙ্গে বৈঠক করলেন। দীর্ঘদিন স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকায় পঠন-পাঠন শিকেয় উঠেছে। ঘরবন্দী শিশু পড়ুয়ারা মানসিক ভাবে বিধ্বস্ত। বিভিন্ন মহল থেকে স্কুল কলেজ খোলার দাবি উঠছে। মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন পুজোর পর সব কিছু খতিয়ে দেখে একদিন অন্তর বিদ্যালয় খোলা যায় কিনা সরকার সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে। প্রসঙ্গত দ্বিতীয় ঢেউ কিছুটা প্রশমিত হলেও রাজ্যে কিন্তু এখনও সক্রিয় করোনা। গত বৃহস্পতিবার বাংলায় আক্রান্ত হয়েছেন ৮১২ জন। মৃত্যু

হয়েছে ১৩ জনের। বিভিন্ন এলাকা থেকে খবর মিলেছে দুটি ডোজ ভ্যাকসিন নেবার পরও করোনায় আক্রান্ত হচ্ছেন অনেকে। তাছাড়া রাজ্যের সর্বত্র এখনও ভ্যাকসিন মিলছে না। প্রশাসনিক সূত্রের খবর বছর শেষে করোনার তৃতীয় ঢেউ আসতে পারে। মাস দুয়েকের মধ্যে দুর্গা পুজো আছে। এখন থেকে যদি রাজ্যবাসী সচেতন না হয় তাহলে উৎসবের পরে করোনা ব্যাপক ভাবে প্রভাব ফেলতে পারে। তাই রাজ্য সরকার এখন থেকেই চিকিৎসার পরিকাঠামোকে ঢেলে সাজাচ্ছে। অনেক পুজো কমিটি এবার পুজোর বাজেট কাটছাঁট করছে। অধিকাংশ মানুষই চাইছেন পুজো হোক কোভিড স্বাস্থ্যবিধি মেনে, তবে ভিড় হট্টগোল করে বাঙালি যেন উৎসবে না মাতে।

মিনিস্টারদের রিলিফ ফান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি : সরকারি প্রকল্পের সহায়তায় অনেক ক্ষেত্রেই বিনা পয়সায় চিকিৎসা পরিষেবা মেলে। কাদের জন্য, কোন স্কিমে কী সুবিধা মেলে? চলুল একটু দেখা যাক।

যাঁরা পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা তাঁরাই 'চিফ মিনিস্টার রিলিফ ফান্ডে'র সুবিধা পেতে পারেন। এক্ষেত্রে প্রথমে সাদা পাতায় আবেদন করতে হবে। রোগীর

যে রোগের জন্য চিকিৎসা করতে ফান্ডের প্রয়োজন সেই রোগের সমস্ত নথি ও ইনকাম সার্টিফিকেট যুক্ত করতে হবে। সঙ্গে সাংসদ অথবা বিধায়কের সুপারিশ করা চিঠি দিতে হবে। সঙ্গে সাংসদ অথবা বিধায়কের সুপারিশ করা চিঠি দিতে হবে। এই সমস্ত নথির জেরক্স কপিতে গেজেটেড অফিসার দ্বারা অ্যাটেসটেড করিয়ে রাখতে হবে। তারপর সমস্ত নথি নবান্নে অ্যাসিসট্যান্ট সেক্রেটারির কাছে জমা করতে হবে। নথি জমা দেওয়ার পরে নবান্ন থেকে রোগীর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে এককালীন অর্থ দিয়ে রোগীর পরিবারকে সাহায্য করা হবে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছাড়াও হার্টের কোনও জটিল অপারেশন, বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট, কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট ও ক্যানসার অসুখের চিকিৎসার জন্য আবেদন করতে পারেন।

এবার আসা যাক, প্রাইম মিনিস্টার ন্যাশনাল রিলিফ ফান্ডে'র বিষয়ে : অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম পাওয়া যাবে এই ওয়েবসাইট : www.pmindia.gov.in / pmnrf.gov.in । অ্যাপ্লিকেশনের প্রিন্ট নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে তা পাঠাতে হবে। এছাড়াও পাঠাতে হবে রোগীর দু'টি পাসপোর্ট সাইজ ছবি। ঠিকানার প্রমাণপত্রের এক কপি জেরক্স। মেডিকেল সার্টিফিকেট, প্রেসক্রিপশন। ইনকাম সার্টিফিকেটের জেরক্স কপি।

এই তহবিলের সুবিধা যেসব হাসপাতালে মেলে তার নাম ওয়েবসাইটে দেওয়া থাকবে। সেগুলির মধ্যে যেখানে ভর্তি হতে চান রোগীর আবেদনপত্রে তার উল্লেখ করতে হবে। সাধারণত এই ফান্ড যে কোনও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় ব্যবহার করা হয়। এছাড়া এদেশের বাসিন্দা হলে কোনও দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে সেক্ষেত্রে এই ফান্ডের জন্য আবেদন করা যেতে পারে। যেমন – হার্টের জটিল অপারেশন, বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট, কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট ও ক্যানসার অসুখের চিকিৎসার জন্য আবেদন করা যেতে পারে।

মিশন ইন্দ্রধনুস : দরিদ্রসীমার নিচে থাকা প্রেগন্যান্ট মহিলা শিশু বিনামূল্যে যে কোনও সরকারি হাসপাতাল থেকে সমস্ত ভ্যাকসিন বা টিকা নিতে পারবেন। সেজন্য যে কোনও 'অ্যানড্রয়েড ফোনে ইন্দ্রধনুশ' নামে অ্যাপ ডাউনলোড করতে হবে। এখান থেকে 'ইমিউনাইজেশন' বা টিকাকরণের সমস্ত খবর সময়মতো পাওয়া যাবে। এই ধরনের স্কিমের ব্যাপারে বিশদে জানতে কাছাকাছি অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার, 'আশা' (অ্যাক্রিডিটেড সোশ্যাল হেলথ কর্মী) ও সরকারি হাসপাতালে যোগাযোগ করতে হবে।

সর্বক্ষেত্রের জাদুকরদের নিয়ে জন্মদিন পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি : জাদু জগতে দ্রোণাচার্য পি সি সরকার জুনিয়র এর ৭৫ তম জন্মদিবস উপলক্ষে বারুইপুরের কোটালপুর মধুসূদন হাইস্কুলের ভিতরে এক অভিনব অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং প্রদীপ চন্দ্র সরকার। ৭৫ টি চারা গাছ প্রদান করা হলো। ছোট্ট একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে তার স্বামীকে কী ভাবে বাঘের মুখ থেকে বাঁচিয়ে এনেছিল সেই গল্প শোনান জ্যোৎস্না শি, তার স্বামী শংকর শির গায়ে উঠে পড়েছিল বাঘ কিন্তু জ্যোৎস্না সেই বাঘের চোখে চোখ রেখে লড়াই করে স্বামীকে ঘরে ফিরিয়ে আনে। স্বামীর চিকিৎসার জন্য জমি বন্ধক রাখতে হয়েছিল ৪০০০ টাকার বিনিময়ে। এই দিনের অনুষ্ঠানে আয়োজকরা তার হাতে ৪০ হাজার টাকার চেক তুলে দিল যাতে সে তার জমি ফিরিয়ে নিয়ে সেখানে চাষ করতে পারে। এছাড়াও এদিনের অনুষ্ঠানে দাঙার পুতুল নাচ পরিবেশন করেন স্বর্ণশ্রী মণ্ডল ও রাজ্যশ্রী মন্ডল। সুরের জাদুর মূর্ছনায় সকলকে মোহিত করেন বেহালা বাদক ভগবান মালি। সঙ্গীত পরিবেশন করেন সংগীতের দুই জাদুকর শ্যামকল্যাণ ভট্টাচার্য ও স্পন্দন ভট্টাচার্য। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আইপিএস তথা হাওড়া পুলিশের পুলিশ কমিশনার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য ও তার স্ত্রী পৌলোমী ভট্টাচার্য। দ্যুতিমান বাবু একাধারে চিত্রশিল্পী এবং লেখক ভূগোল নিয়ে অগাধ জ্ঞান, তার দুটি বই উপহার দেন পি সি সরকার

জুনিয়রকে। এছাড়াও তাদের বুটিকের সামগ্রি তুলে দেন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের। প্রথাগতভাবে এদিন কেক কাটা হয় এবং পায়েস খাওয়ানো হয় জাদু দ্রোণাচার্যকে। আরাত্রিকা, অনিস্কা এবং আরশিয়া এই তিন খুদের বেহালার সুর সমাপ্তি ঘটায় অনুষ্ঠানের। পি সি সরকার জুনিয়র তার জীবনের নানান গল্প সকলের কাছে তুলে ধরেন কার পোষ্য সিংহের গল্প সবার কাছে বলেন। সমগ্র অনুষ্ঠানের আয়োজক উজ্জ্বল সরদার জানান, পি সি সরকার সব সময় বলে থাকেন যার যেই জিনিসটা খুব ভালো পারেন তিনি সেই জিনিসের জাদুকর তাই

বিভিন্ন জগতের জাদুকর দেননি এই হল আজকের এই অনুষ্ঠান জীবনের জাদুকর হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জ্যোৎস্না শি এবং শংকর শি। সবশেষে বার্থডে বয়কে পাঁচ রকম ভাজা এবং পঞ্চ ব্যঞ্জন দিয়ে মধ্যাহ্নভোজ করানো হয়। সকলেই আশায় আছেন তাদের ছোট্ট জুনিয়রকে ১০০ বছরের জন্মদিনটা এমন ভাবে উপহার দেবেন। এই দিন চেতলার হিন্দ সংঘ এবং আলিপুর বার্তার পক্ষ থেকেও পুষ্প স্তবক দিয়ে তাকে কুর্নিশ জানানো হয়।

ছবি : কৃষ্ণেন্দু দত্ত

একবিংশ শতাব্দীর চিনা উপনিবেশবাদ

রাতুল দে : পৃথিবীর সবথেকে প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে একটি হল চিনা সভ্যতা। চিনের সম্রাট একসময় বলা হত son of heaven অর্থা তিনি স্বর্গের দেবতাদের বার্তাবাহক। ১৯৪৯ সালে চিনে কুয়োমিনটাং পতন হলে কমিউনিস্ট নেতা মাও – সে – তুং – র নেতৃত্বে গণ প্রজাতান্ত্রিক চিনের উদ্ভব হয়, কিন্তু চিন একটা উগ্র সমাজবাদী দেশে পরিণত হয়। স্বাধীনতার পর থেকেই চিনের সাথে প্রতিবেশী দেশগুলোর সীমান্ত বিরোধের সূত্রপাত হয়। উদাহরণস্বরূপ ভারত – চিন যুদ্ধ (১৯৬২) , ভিয়েতনাম – চিন যুদ্ধ (১৯৭৯) , চিন – জাপানের মধ্যে সেনকাকু দ্বীপ নিয়ে বিরোধ (১৯৫১), এছাড়াও তাইওয়ান এবং বর্তমানে দক্ষিণ চিন সাগর নিয়ে বিরোধ শুরু হয়েছে। বলতে গেলে চিনের সাথে ১৮ টা দেশের সীমানা বিরোধ রয়েছে। ১৯৯১ খ্রীঃ পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর বিশ্বের একমেরুকরণ হয় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বনেতা হিসাবে উঠে আসে। ঠিক এই সময় চিন এশিয়া – আফ্রিকার দেশগুলোর উপর নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা শুরু করে, ঠিক যেমন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নয়া উপনিবেশবাদ শুরু করেছিল। বর্তমানে এশিয়া – আফ্রিকার দুর্বল দেশগুলিকে চিন কোটি কোটি ডলারের লোন প্রদান করছে। আর সেই দেশগুলোতে চিন সরকারের ইঞ্জিনিয়ার, শ্রমিকরা, বাঁধ, হাইওয়ে, বন্দর ইত্যাদি নির্মাণের কাজ শুরু করে দেয়। এবার যখন সেই দেশগুলোর সরকার ঋণ পরিশোধে অক্ষম হয়ে যায় তখন চিন বেশ সুকৌশলে সেই সমস্ত দেশের একটা এলাকাকে ৯৯ বছরের জন্য ইজারা নিয়ে নেয়। তার সাথে আরও শর্ত আরোপ করা হয় যে ওই এলাকায় সেই দেশের কোনো আইন – কানুন, সংবিধান লাগু হবে না। সেখানে চিনা নাগরিকরা শুধু বসবাস করতে পারবে, সেখানে চিনা পাসপোর্ট, আইন – কানুন লাগু হবে, কোনো চিনা অপরাধ করলে তার বিচারও চিনা আইন দ্বারাই হয়। এছাড়াও সবথেকে অবাক করা বিষয় হল সেখানে চিনা ইঞ্জিনিয়ার ও শ্রমিকরা সামরিক পোশাকে কাজকর্ম করছে। যার ফলে সেইসব

দেশের জনগণ এর বিরোধিতা করছে। চিনের এহেন আচরণে এমনকি আচরণে এমনকি

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও চিনের সমালোচনা শুরু হয়েছে। এছাড়াও উপনিবেশ স্থাপনের এমন সুকৌশল দেখে বিভিন্ন কূটনৈতিকবিদরা চিন্তায় পড়েছেন।

এইভাবে চিন আফ্রিকা তাঞ্জানিয়া, জিবুতি এশিয়াতে শ্রীলঙ্কার হাম্বানটোটা বন্দরের এলাকায় বিস্তৃর্ণ এলাকা দখলে নিয়ে আসে। এছাড়া পাকিস্তানের বালুচিস্তান প্রদেশ, করাচির গদর পোর্ট দখল করেছে। চিনা আগ্রাসনে ভারত , আমেরিকা , অস্ট্রেলিয়া, জাপান সহ ইউরোপ – এশিয়ার দেশগুলো চিন্তায় পড়েছে। সবথেকে চিন্তায় পড়েছে ভারত কারণ চিন এশিয়া – আফ্রিকায় নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে রণনৈতিকভাবে ভারতকে চক্রব্যূহতে ফেলতে চাইছে , আর ভারত মহাসাগরে একাধিপত্যের বিস্তারে চেষ্টায় রয়েছে। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এশিয়া ও আফ্রিকায় আধিপত্য হারানোর ভয় রয়েছে।

বর্তমানে ভারত চিনকে পাল্টা জবাব দেবার জন্য ২০১৬ সাল থেকে ভারত – আমেরিকা – জাপান মালাবারে সংযুক্ত নৌযুদ্ধের অভ্যাস শুরু করা হয়েছে। এছাড়াও ভারত আমেরিকা সাথে ২০১৬ তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামা ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মধ্যে Comcasa এবং ২০১৮ সালে ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প ও নরেন্দ্র মোদীর মধ্যে Lemoa এবং ২০২০ এর করোনাকালে beca নামক পরপর তিনটি প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। চিনের কাছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি থাকার জন্য ভারত বাধ্য হয়েই চুক্তি স্বাক্ষর করে। এছাড়াও এশিয়ার মধ্যে quad চুক্তিবদ্ধ দেশগুলি যথাক্রমে (ভারত , আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, জাপান)। চিনা আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি দিয়েছে।

চিন বর্তমানে প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে আজ সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। করোনা কালে সব দেশের আর্থিক ক্ষতি হলেও চিনের খুব একটা ক্ষতি হয় নি। আমাদের দেশ ভারতে– কেও আর্থিক ও প্রযুক্তিবিদ্যার শক্তিশালী করতে হবে তবেই আমরা চিনকে পাল্টা জবাব দিতে পারব। যদিও এটা ঠিক ভারতের ক্ষমতা পূর্বের তুলনায় বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে যা চিনের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9434497772 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com